সন্ধি

ইউনিট ৫

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষাকে এক সময় বলা হতো সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার গঠনে দেশী, বিদেশী শব্দের যেমন সহায়ক ভূমিকা রয়েছে তেমনি সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ অবিকৃত কখনো বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে এই ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই শব্দাবলীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বাংলা সন্ধির এবং সংস্কৃত ভাষার তৎসম শব্দের জন্য আলাদা সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছে। অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলা সন্ধির নিয়ম। সংস্কৃত ভাষার যে সকল শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এসব শব্দই তৎসম (তৎ=তার+সম=সমান) শব্দ হিসেবে পরিচিত। তৎসম শব্দের সন্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সন্ধির আলোচনায় বাংলা সন্ধির এবং তৎসম সন্ধির এই তফাৎটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে।

সন্ধির শব্দগত অর্থ সংযোগ বা মিলন। ব্যাকরণের সন্ধি আর যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ধি প্রায় সমার্থক। যুদ্ধের পর দুই বিপরীত পক্ষ যখন একটা সমঝোতায় আসে, মিলেমিশে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তখনই বলা হয় দুই পক্ষে সন্ধি হয়েছে। ব্যাকরণে যে সন্ধি সেটিও দুই পক্ষেরই মিলন। তবে তা দুইদশ সৈন্যের মধ্যে নয়, দুটো ধ্বনির মধ্যে। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই সন্ধি দেখা যায়, তবে ভাষাভেদে সন্ধির প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে থাকে।

দুটো বর্ণ বা ধ্বনি অত্যন্ত কাছাকাছি এলে দ্রুত উচ্চারণের ফলে সেই ধ্বনি দুটো মিলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধ্বনি এসে যায়, কখনোবা দুটোর একটা লোপ পায় কিংবা একটির টানে আরেকটি বদলে যায়। দুটো ধ্বনি মিলে যাওয়ার ফলে যে ধ্বনির লোপ পাওয়া কিংবা বদলে যাওয়া, ব্যাকরণে একেই বলে সন্ধি। এক কথায় বলা যায় ঃ

পাশাপাশি দুটো শব্দের মিলনকে সন্ধি বলে।

যেমন মহা+আশয় = মহাশয়
পশু+আদি = পশ্বাদি
অতঃ+এব = অতএব
উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

এখানে পাশাপাশি দুটো শব্দ মিলে সন্ধি হয়েছে। ফলে উচ্চারণের খুব সুবিধা হয়েছে। দুটো শব্দ মিলে নতুন শব্দও তৈরী হয়েছে। মহা-আশায়, পশু-আদি, অতঃ - এব, উৎ - শ্বাস - এ রকম বলা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি শুনতে ও শ্রুতি মধুর নয়। তার বদলে মহাশয়, পশ্বাদি, অতএব, উচ্ছ্বাস - এ কথাগুলো বলতে সহজ শুনতেও সুন্দর। সন্ধি এভাবেই ভাষার উচ্চারণ সহজ করে শব্দকে শ্রুতিমধুর করে তোলে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

সন্ধি ভাষার উচ্চারণকে সহজ করে, শব্দকে শ্রুতিমধুর করে। যেমন– হিম আলয়, জন – এক, উদ–হত না বলে হিমালয়, জনৈক, উদ্ধত বললে শব্দগুলো সহজে ও সংক্ষেপে উচ্চারণ করা যায় এবং শ্রুতিমধুর হয়।

সন্ধির উদ্দেশ্য

১. উচ্চরণ সহজ করা ২. শ্রুতিমধুর করা ৩. নতুন শব্দ তৈরী করা- যেমন ঃ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, হিম+ আলয় = হিমালয়।

যেখানে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি হয় না সেখানে শুধু উচ্চারণ সহজ করার জন্য সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু+আদা+আলু = কচ্চাদালু হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. সন্ধি শব্দের অর্থ কি?

ক) সমঝোতা ☐ খ) চুক্তি ☐

গ) সংযোগ ☐ ঘ) মিলন ☐

২. বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি রকম?

ক) গুরুত্বহীন ☐ খ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ☐

গ) সামান্য ☐ ঘ) নেই বললে চলে ☐

৩. সন্ধির উদ্দেশ্য কি?

ক) উচ্চারণ পরিবর্তন করা ☐ খ) উচ্চারণ সহজ করা ☐

গ) নতুন শব্দ তৈরী করা ☐ ঘ) উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর করা ☐

উত্তর

১. ঘ, ২. খ ৩. ঘ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন। প্রয়োজন বোধে ছক এঁকে দেখাতে পারবেন।
- সবর্ণ, অসবর্ণ, সন্ধ্যক্ষর, গুণস্বর ও বৃদ্ধিস্বর কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

- অঘোষ বর্ণের প্রভেদ কি এবং তারা কোন্ কোন্ বর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার সন্ধি

বাংলা ভাষার সন্ধির ধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ক) বাংলা সন্ধি খ) তৎসম সন্ধি।

বাংলা সন্ধি

অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন ঘটে তারই নাম বাংলা সন্ধি।

তৎসম সন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন হয়, তার নাম তৎসম সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা শব্দের সন্ধি দুরকমের- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে কিংবা উভয়ের একের লোপে অথবা তাদের পারাররিক প্রভাব ঘটিত পরিবর্তনে স্বরবর্ণের যে অবস্থা ঘটে, তার নাম স্বর সন্ধি। যেমন- বিদ্যালয়।

বিদ্যা+আলয়

আ+আ = আ

এখানে বিদ্যা শব্দের শেষের আকার ও আলয় শব্দের পূর্বের আকার, এই দুইস্বর মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়ে বিদ্যালয় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

কত+এক = কতেক

অ+এ = এ

এখানে অ লোপ পেয়েছে।

দুটি স্বর অত্যন্ত কাছাকাছি এলে তাদের মিলনে একটি স্বর উৎপন্ন হলে তাকে স্বরসন্ধি বলে।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির যোগে, কিংবা তাদের একের লোপে, অথবা তাদের পারাররিক প্রভাব ঘটিত পরিবর্তনে ধ্বনির যে অবস্থা ঘটে, তার নাম ব্যঞ্জন সন্ধি। যেমন দিক+ইন্দ্র = দিগিন্দ্র।

মনে রাখার সুবিধার জন্য সন্ধির আলোচিত বিষয়গুলোকে নিম্নে ছক এঁকে দেখানো হল ঃ

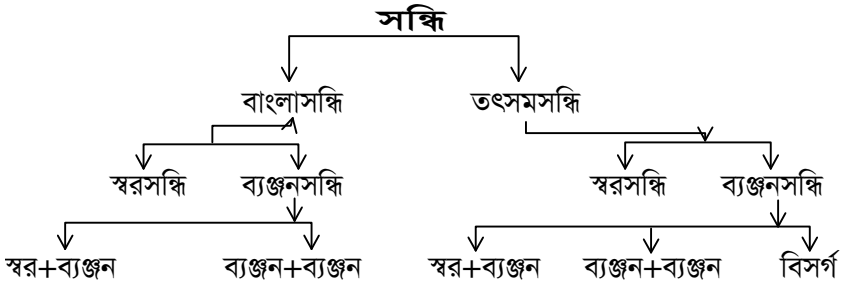

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

সন্ধির প্রকৃতি বুঝতে হলে কতকগুলো বিষয় অত্যন্ত সহায়ক। সুতরাং তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নেরূপ ঃ

ক) সবর্ণ এর অর্থ সমান উচ্চারণ স্থানীয় স্বরবর্ণ অর্থাৎ একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চার্য স্বর বর্ণ যেমন–

অ, আ = অ-বর্ণ

ই, ঈ = ই-বর্ণ

উ, ঊ = উ - বর্ণ

ঋ, ৠ = ঋ - বর্ণ

উচ্চারণে এদের প্রথম বর্ণ হ্রস্ব এবং দ্বিতীয় বর্ণ দীর্ঘ, এটাই বিশেষ লক্ষণীয়।

খ) অসবর্ণ - একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ নয়, এমন স্বর বর্ণ সুতরাং সবর্ণ ছাড়া অন্যসব স্বরবর্ণ।

গ) ই, ঈ-এর গুণ-এ
উ, ঊ- এর গুণ-এ
ঋ,ৠ এর গুণ-এ অর

ঘ) বৃদ্ধিস্বর অ, আ-এর বৃদ্ধি আ
ই ঊ, এ এর বৃদ্ধি ঐ
উ, ঊ, ও-এর বৃদ্ধি ও
ঋ, ৠ এর বৃদ্ধি আর

ঙ) সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর যে সকল স্বর একাধিক স্বরের মিলন থেকে জাত, তাদেরকে সন্ধিস্বর বলে, যেমন এ, ঐ ও ঐ।

চ) উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্বর - ই, উ = উচ্চমানের স্বর
এ, ও = মধ্যমানের স্বর
অ, আ = নিম্নমানের স্বর

ছ) নিপাতনে সিদ্ধ – কোন প্রচার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, এমন স্বল্প সংখ্যক শব্দ বিনা আপত্তিতে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এরকম নিয়ম বহির্ভূত অথচ সর্বস্বীকৃত প্রচলিত শব্দকে নিপাতনে সিদ্ধ শব্দ বলে।

জ) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ উচ্চারণের সময় কণ্ঠের স্বরতন্ত্রী ারন্দিত হয় বলে, এগুলোর নাম ঘোষ বর্ণ। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১। বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?

ক) তিন প্রকার ☐ খ) পাঁচ প্রকার ☐

গ) বহু প্রকার ☐ ঘ) দুই প্রকার ☐

২। স্বর ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?

ক) স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ খ) স্বরসন্ধি ☐
গ) ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ ঘ) মিত্রসন্ধি ☐

৩। অ এর পর থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?
ক) অ ☐ খ) আ ☐
গ) এ ☐ ঘ) ই ☐

৪। একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চার্য স্বরবর্ণকে কি বলে?
ক) সবর্ণ ☐ খ) মিত্রবর্ণ ☐
গ) স্বর বর্ণ ☐ ঘ) সমবর্ণ ☐

৫. যে সকল স্বর একাধিক স্বরের মিলন থেকে জাত তাকে কি বলে?
ক) সংকরস্বর ☐ খ) মিত্রস্বর ☐
গ) সন্ধিস্বর ☐ ঘ) ধ্বনিস্বর ☐

৬. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে কি বলে?
ক) ঘোষবর্ণ ☐ খ) অঘোষ বর্ণ ☐
গ) স্বরবর্ণ ☐ ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনি ☐

৭. স্বরবর্ণকে বলা হয়-
ক) ঘোষবর্ণ ☐ খ) অঘোষ বর্ণ ☐
গ) অসবর্ণ ☐ ঘ) সবর্ণ ☐

৮. ই-উ কোন মানের স্বর?
ক) মধ্য মানের ☐ খ) উচ্চ মানের ☐
গ) নিম্ন মানের ☐ ঘ) মিশ্রমানের ☐

উত্তর

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. খ

পাঠ ৩ ঃ খাঁটি বাংলা ভাষার সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বর সন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বহিঃসন্ধি ও অন্তঃ সন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

খাঁটি বাংলা ভাষার সন্ধি

খাঁটি বাংলা ভাষায় যে ধরনের সন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তা মূলত, বাংলা উচ্চারণ রীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। ফলে বাংলা সন্ধি মৌখিক ভাষায় যতটা পাওয়া যায়, লিখিত ভাষায় তত দেখা যায় না। বাংলা উচ্চারণ রীতি সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি থেকে বরাবরই আলাদা। কাজেই তৎসম বা সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাংলা সন্ধির অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাটে না। বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন ঘটে, তারই নাম বাংলা সন্ধি। বাংলা শব্দের সন্ধিকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর ধ্বনির সঙ্গে অপর স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন মহাশয়

মহা+আশয় = মহাশয়

আ + আ = আ

এখানে আ লোপ পেয়েছে।

স্বরসন্ধি = স্বর ধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বর সন্ধি আবার দু রকমের হয়ে থাকে।

বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধি

বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের সন্ধি, যেমন– মহা+আশয়। এখানে মহা ও আশয় এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তাকে বহিঃ সন্ধি বলে।

বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বহিঃসন্ধি বলে।

একই শব্দের সন্ধি, যেমন– নৌ+ইক = নাবিক, ভজ+ত = ভক্ত। একে অন্তঃসন্ধি বলে।

একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাকে অন্তঃসন্ধি বলে।

স্বরের বহিঃসন্ধি

১. অ-কারের পর অ-কার থাকলে অথবা অ-কারের পর আ-কার, আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কারের পর আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয় এবং আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

আ+অ = আ

শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক

প্রাণ+অধিক = প্রাণাধিক

হিম+অচল = হিমাচল

হিত+অহিত = হিতাহিত

নর+অধম = নরাধম

অ+আ = আ

প্রবাল+আদি = প্রবালাদি

হিম+আলয় = হিমালয়

দেব + আলয় = দেবালয়

সিংহ + আসন = হিংহাসন

আ+অ = আ

মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ
যথা+অর্থ = যথার্থ
আশা+অতীত = আশাতীত

আ+আ = আ

কারা+আগার = কারাগার
মহা+আশয় = মহাশয়
বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়্-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ

নর+ইন্দ্র = নরেন্দ্র
শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ+ই = এ

মহা+ইন্দ্র = মহেন্দ্র
যথা+ইচ্ছা = যথেচ্ছা

অ+ঈ = এ

নর+ইশ = নরেশ
পরম+ইশ = পরমেশ

আ+ঈ = এ

মহা+ঈশ = মহেশ

৩. অ-কার অথবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও

মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ
সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়
নীল + উৎপল = নীলোৎপল

আ+উ = ও

যথা+উচিত = যতোচিত
মহা+উৎসব = মহোৎসব
অ+ঊ = ও

গৃহ +ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব
চল+ঊর্মি = চলোর্মি

আ+ঊ = ও

গঙ্গা+ঊর্মি= গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার অথবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয়। 'অর' রেফ(র্) হিসেবে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর্

দেব+ঋষি = দেবর্ষি
সপ্ত+ঋষি = সপ্তর্ষি
আ+ঋ = অর
মহা+ঋষি = মহর্ষি

৫. অ-কার অথবা আ-কারের পরে এ-কার অথবা ঐকার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = ঐ

জন+এক = জনৈক

আ+এ = ঐ

সদা+এব = সদৈব

মহা+একত্ব = মহৈকত্ব

অ+ঐ = ঐ

মত+ঐক্য = মতৈক্য

আ+ঐ = ঐ

মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৬. অ-কার অথবা আ-কারের পরে ও-কার অথবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ঔ

বন+ঔষধি = বনৌষধি

অ+ঔ = ঔ

পরম+ঔষধ = পরমৌষধ

আ+ঔ = ঔ

মহা+ঔষধ = মহৌষধ

মহা+ঔষধি = মহৌষধি

৭. ই-কার অথবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ

যতি+ইন্দ্র = যতীন্দ্র

অতি+ইত = অতীত

অতি+ইব = অতীব

ই+ঈ = ঈ

অধি+ঈশ্বর = অধীশ্বর

পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা

ঈ+ই = ঈ

মহী+ইন্দ্র = মহীন্দ্র

সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র

৮. ই-কার, অথবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ-কার স্থানে য হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্+অ

অতি+অন্ত = অত্যন্ত

প্রতি+অহ = প্রত্যহ

অতি+অধিক = অত্যধিক

ই+আ = য্+আ

অতি+আচার = অত্যাচার

ইতি+আদি = ইত্যাদি

প্রতি+আশা = প্রত্যাশা

ই+উ = য্+উ

অতি+উচ্চ = অত্যুচ্চ

অতি+উক্তি = অত্যুক্তি

প্রতি+উপকার = প্রত্যুপকার

ই+ঊ = য্+ঊ

প্রতি+ঊষ= প্রত্যূষ

ঈ+আ = য্+আ

মসী+আধার = মস্যাধার

ই+এ = য+এ

প্রতি+এক = প্রত্যেক

ঈ+অ = য্+অ

নদী+অম্বু = নদ্যম্বু

৯. উ-কার অথবা ঊ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ

কটু+উক্তি = কটূক্তি

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ঊ = ঊ

বহু+ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

ঊ+ঊ = ঊ

ব্যবহার নেই

১০. উ-কার অথবা ঊ-কারের পর উ-কার ওঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয়। ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব+অ

মনু+অন্তর = মন্বন্তর

সু+অল্প = স্বল্প

উ+আ = ব+আ

পশু+আদি = পশ্বাদি

সু+আগত = স্বাগত

উ+ই = ব+ই

অণু+ইত = অন্বিত

উ+ঈ = ব+ঈ

তনু+ঈ = তন্বী

উ+এ = ব+এ

অণু+এষণ = অন্বেষণ

১১. ঋ-কারের পর ঋ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঋ- কার স্থানে র-ফলা হয়। র-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ+অ = র

পিতৃ+আর = পিত্রারি

ঋ+আ = র

মাতৃ+আদেশ = মাত্রাদেশ

পিতৃ+আলয় = পিত্রালয়

বিশেষ স্বরসন্ধি

অ-বর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকলে ঋ স্থানে আর হয়ে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

শীত+ঋত = শীতার্ত

দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত

তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণার্ত

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলো বিশেষ রূপে সম্পন্ন হয় ঃ

স্ব+ঈর = স্বৈর

স্ব+ঈরিনী = স্বৈরিণী

অক্ষ+উহিনী = অক্ষৌহিনী

গো+ইন্দ্র = গবেন্দ্র

গো+অক্ষ = গবাক্ষ

প্র+উঢ় = প্রৌঢ়

কুল+অটা = কুলটা ইত্যাদি।

স্বরের অন্তঃসন্ধি

১. শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

এ+অ

নে+অন = নয়ন

বে+অন = বয়ন

এ+আ = আয়

শে+আন = শয়ান

২. ঐ-কারের পরে স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কার স্থানে 'আয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঐ+অ = আয়

নৈ+অক = নায়ক

গৈ+অক = গায়ক

৩. শব্দের মধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে 'অব' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ও+অ= অব

ভো+অন = ভবন

পো+অন = পবন

লো+অণ = লবণ

৪. শব্দের মধ্যে ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কার স্থানে 'আব' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঔ+অ = আব

পৌ+অক = পাবক

নৌ+ইক = নাবিক

ভৌ+উক = ভাবুক

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ স্বরস্বন্ধি হিসেবে চিহ্নিত ঃ

দেখিতে+আছি = দেখিতেছি

দেখিয়া+আছি = দেখিয়াছি

পাগল+আমি = পাগলামি

কুড়ি+এক = কুড়িক

দেখ+সে = দেখসে

যাব+এখন = যাব'খন

খানি+এক = খানিক ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. বাংলা সন্ধি কত প্রকার?

ক) তিন প্রকার ☐ খ) আট প্রকার ☐

গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) এক প্রকার ☐

২. বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে,

ক) স্বরসন্ধি ☐ খ) বহিঃসন্ধি ☐

গ) ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ ঘ) অন্তঃসন্ধি ☐

৩. একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে,

ক) বহিঃসন্ধি ☐ খ) ব্যঞ্জন ☐

গ) স্বরসন্ধি ☐ ঘ) অন্তঃসন্ধি ☐

৪. শশাঙ্ক শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়-

ক) শশা+অঙ্ক ☐ খ) শশ+আঙ্ক ☐

গ) শম+অঙ্ক ☐ ঘ) শশা+অঙ্ক ☐

৫. অ বর্ণের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে হয়

ক) অর ☐ খ) আর ☐

গ) আব ☐ ঘ) অব ☐

৬. অন্তঃসন্ধি চিহ্নিত করুন ঃ

ক) যে+অন ☐ খ) পিতৃ+আলয় ☐

গ) ভো+অন ☐ ঘ) পৌ+অক ☐

৭. সন্ধি করুন ঃ

ক মরু+উদ্যান =		খ) প্রতি+অহ =	
গ) নীল+উৎপল =		ঘ) কারা+আগার =	
ঙ) হিত+অহিত =		চ) যথা+অর্থ =	
ছ) সতী+ইন্দ্র =		জ) পরম+ঔষধ =	
ঝ)ইতি+আদি =		ঞ) সদা+এব =	

৮. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন

ক. প্রৌঢ় =		খ. গবাক্ষ =	
গ. অন্যান্য =		ঘ. অতীত =	
ঙ. সপ্তর্ষি =		চ. যথেচ্ছা =	
ছ. শুভেচ্ছা =		জ. দেবালয় =	

ঝ. প্রাণাধিক [ ] ঞ. গঙ্গোর্মি = [ ]

উত্তর

১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. গ

৭. মরুদ্যান, প্রত্যহ, নীলোৎপল, কারাগার, হিতাহিত, যথার্থ, সতীন্দ্র, পরমৌষধ, ইত্যাদি, সদৈব।

৮. প্র+উঢ়, গো+অক্ষ, অন্য+অন্য, অতি+ইত, সপ্ত+ঋষি, যথা+ইচ্ছা, শুভ+ইচ্ছা, দেব+আলয়, প্রাণ+অধিক, গঙ্গা+ঊর্মি।

পাঠ ৪ ঃ ব্যঞ্জন সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধির সংজ্ঞা ও নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ও স্বর সন্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত শব্দগুলো সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর সন্ধির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সঙ্গে যেমন স্বরধ্বনির সন্ধি হতে হবে। ব্যঞ্জন সন্ধির ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির যে সন্ধি হয়ে থাকে, তাকেই ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সাধারণত দুই উপায়ে নিষ্পন্ন হয়।

১. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

২. ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের অথবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি

১. স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

ক+ঈ = গ

বাক+ঈশ = বাগীশ

ক+এ = গ

ঋক+বেদ = ঋগবেদ

চ+অ = জ

অচ্+অন্ত = অজন্ত

ট+ই = ড

ষট্+বিঠ ঃ ষড়বিধ

২. অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

ক+ম = ঙ

বাক+ময় = বাঙ্ময়

দিক+নির্ণয় = দিঙনির্ণয়

ট+ন = ণ

ষট+নবতি = ষণ্নবতি

ত+ম = ন

বিৎ+ময় = বিস্ময়

জগৎ+নাথ = জগন্নাথ

৩. চ কিংবা ছ পরে থাকলে ত্ এবং দ স্থানে চ হয়।

ত+চ = চ

সৎ+চিৎ = সচ্চিৎ

দ+ছ = চ

তদ+ছিদ্র = তচ্ছিদ্র

৪. জ, ঝ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে জ হয়।

ত+জ = জ

জগৎ+জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি

ত+ঝ = জ

কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

দ+জ = জ

তদ্+জাতীয় = তজ্জাতীয়

৫. ট, ঠ পরে থাকলে ত বা দ স্থানে ট হয়।

ত+ট = ট

বৃহৎ+টীকা = বৃহট্টীকা

ত+ঠ = ট

বৃহৎ+ঠক্কুর = রহট্ঠক্কুর

৬. ড, ঢ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ড হয়।

ত+ড = ড

উৎ+ডীন = উড্ডীন

ত+ঢ = ড

বৃহৎ+ঢক্কা = বৃহড্ডঢক্কা

৭. ল পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ল হয়।

ত+ল = ল

বিদ্যুৎ+লতা = বিদ্যুল্লতা

দ+ল = ল

তদ্+লিখিত = তল্লিখিত

৮. শ পরে থাকলে ত এবং দ্ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়।

ত+শ = চ

উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস

দ+ল = ছ

তদ্+শক্তি = তচ্ছক্তি

৯. হ পরে থাকলে ত, দ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ হয়।

ত+হ = দ

উৎ+হত = উদ্ধত

দ+হ = ধ

পদ+হতি = পদ্ধতি

১০. স্বরবর্ণের পর ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়।

উ+ছ = চ্ছ

তরু+ছায়া = তরুচ্ছায়া

আ+ছাদন = আচ্ছাদন

১১. অকারের পরে স্মিত বিসর্গের পর অকার থাকলে পূর্বের অঃ স্থানে ও-কার হয় এবং পরের অ-কার লুপ্ত হয়।

অঃ+অ = ও

ততঃ+অধিক = ততোধিক

মনঃ+অন্তর = মনোন্তর

১২. অ কারের পরে স্মিত বিসর্গের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমবর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ থাকলে পূর্বের অঃস্থানে ও-কার হয়।

অঃ+গ = ও

মনঃ+গামী = মনোগামী

অঃ+ঘ = ও

সদ্যঃ+ঘৃত = সদ্যোঘৃত

অঃ+ন = ও

যৎপরঃ+নাস্তি = যৎপরোনাস্তি

মনঃ+হর = মনোহর

১৩. অ, আ ভিন্ন স্বরের পরে স্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ থাকলে বিসর্গস্থানে র হয়।

উ+উ = র

চক্ষুঃ+উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন

জ্যোতিঃ+ ময় = জ্যোর্তিময়

ধনুঃ+বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা

১৪. র পরে থাকলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরে স্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়ে যায়।

নিঃ+রব = নীরব

নিঃ+রস = নীরস

১৫. চ, ছ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।

দুঃ+চিন্তা = দুশ্চিন্তা

শিরঃ+ছেদ = শিরশ্ছেদ

১৬. ট পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

ধনুঃ+টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

১৭. ত পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে স হয়।

নিঃ+তার = নিস্তার

মনঃ+তার = মনস্তাপ

১৮. ক, প পরে থাকলে অবর্ণের পরে স্থিত বিসর্গ স্থানে প্রায় স হয়।

মনঃ+কাম = মনস্কাম

তেজঃ+কর = তেজস্কর

বাচঃ+পতি = বাচস্পতি

নমঃ+কার = নমস্কার

ভাঃ+কর = ভাস্কর
আঃ+পদ = আস্পদ

১৯. ক, খ, প ফ পরে থাকলে অবর্ণ ভিন্ন স্বরের পতে স্থিত বিসর্গ স্থানে ষ হয়।
নিঃ+কাম = নিষ্কাম
বহিঃ+কৃত = বহিষ্কৃত
নিঃ+ফল = নিষ্ফল
ভ্রাতুঃ+পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র
চতুঃ+পদ = চতুষ্পদ
আয়ু+কাল = আয়ু:ষ্কাল

২০ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ পরে থাকলে অকারের পরে স্থিত র-জাত বিসর্গ স্থানে র হয়।
প্রাঃ+উত্থান = প্রাতরুত্থান
অন্ত+রঙ্গ = অন্তরঙ্গ
পুনঃ+বার = পুনর্বার
স্বঃ +গত = স্বর্গত

২১. রজাত বিসর্গ যথা- নিঃ দুঃ প্রাদুঃ অন্তঃ অহঃ পুনঃ প্রাতঃ চতুঃ স্বর ইত্যাদি শব্দে।

ব্যঞ্জনের অন্তঃ সন্ধি
প্রত্যয় যোগে পদমধ্যে যে সন্ধি হয় তাকেই ব্যঞ্জনের অন্তঃসন্ধি বলে। যথা ঃ
চ্+ন = চঞ
যাচ্+না = যাচঞা
জ+ন = জ্ঞ
রাজ+নী = রাজ্ঞী

চ+ত = ক্ত

সিচ+ত = সিক্ত, মুচ্+ = মুক্ত
জ+ত = ক্ত
ত্যজ্+ত = ত্যক্ত, ভজ্+ত = ভক্ত
জ+ত = ষ্ট
মৃজ+ত = মৃষ্ট, সৃজ্+ত = সৃষ্ট
ধ+ত = দ্ধ
ক্রুধ+ত = ক্রুদ্ধ
ভ+ত = দ্ধ

লভ+ত = লব্ধ

ক্ষুভ+ ত = ক্ষুব্ধ

শ+ত = ষ্ট

দৃশ+ত = দৃষ্ট

আ+দিশ্+ত = আদিষ্ট

ষ্+ত = ষ্ট

আ+কৃষ+ত = আকৃষ্ট

ঘৃষ+ত = ঘৃষ্ট

ষ+থ = ষ্ঠ

ষষ+থ = ষষ্ঠ

নিষ+থা = নিষ্ঠা

হ+ত = ধ্ধ

দুহ+ত = দুগ্ধ

হ্+ত = দ্ধ

নহ্+ত = নদ্ধ

হ+ত = ঢ় (পূর্বস্বর দীর্ঘ)

গুহ্+ত = গূঢ়

রুহ+ত = রূঢ়

অন্যান্য সন্ধি অর্থাৎ ব্যতিক্রম

১. স্পর্শ বর্ণ পরে থাকলে ম স্থানে পরবর্তী বর্ণের বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

ম+য = ঞ

সম+চয় = সঞ্চয়

ম+ব = ম্ব

সম+বদ্ধ = সম্বন্ধ

ম+ম = ম্ম

২. স্পর্শবর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন বর্ন পরে থাকলে ম স্থানে অনুস্বার-ং হয়।

ম+য = ং

সম+যোগ = সংযোগ

ম+ব = ং

কিম+বা = কিংবা

বশম+বদ = বশংবদ

ম+স = ং

সম+সার = সংসার

ম+হ = ং

সম+হার = সংহার

ম+ব = ং

সম+বর্ধনা = সংবর্ধনা
কিন্তু সম+রাই = সম্রাট, সম+রাজ্ঞ = সম্রাজ্ঞী

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ।

গো+য = গব্য, নৌ+য = নাব্য, বৃহৎ+পতি = বৃহারতি, বন+পতি = বনারতি, তৎ+কর = তস্কর, গো+পদ = গোষ্পদ, পর+পর = পরারর, সম+কৃত = সংস্কৃত, পরি+কার = পরিষ্কার, এক+দশ = একাদশ, ষষ+দশ = ষোড়শ, পতৎ+অঞ্জলি = পতঞ্জলি, মনঃ+ঈষা = মনীষা ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধি হয় না। তবে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ-
কাঁদ+না = কান্না
রাঁধ+না = রান্না
পাট+কাটি = পাকাটি
না+কাটি = ণাকাটি
না+হই = নহি
বদ+জাত = বজ্জাত
খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না-

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ব্যঞ্জন সন্ধির সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে প্রকারভেদ লিখুন।
২. ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ সহযোগে বহিঃসন্ধি ও আন্তঃসন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩. উদাহরণ সহযোগে ব্যঞ্জন সন্ধির পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন ঃ

ক) ঋগবেদ		খ) বাঙ্ময়	
গ) ষষ্ঠ		ঘ) জগন্নাথ	
ঙ) উড্ডীন		চ) আচ্ছাদন	
ছ) মনোগামী		জ) ততোধিক	
ঝ) বজ্জাত		ঞ) নাব্য	
৫. সন্ধি করুন			
ক) এক+দশ		খ) পর+পর	
গ) সদ্যঃ+ঘৃত		ঘ) জ্যোতিঃ+ময়	
ঙ)কুৎ+ঝটিকা		চ) তদ+ছিদ্র	
ছ) ষট+নবতি		জ) অচ্+অন্ত	
ঞ) উৎ+শৃঙ্খল			

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- তৎসম সন্ধি কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।
- উদাহরণসহ তৎসম স্বরসন্ধির নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল শব্দই বাংলায় তৎসম শব্দ হিসেবে পরিচিত। তৎসম শব্দগত অর্থ 'তার সমান' (তৎ = তার, সম = সমান) অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণীর শব্দের সন্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি তিন প্রকার

যথা ঃ স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি তার নাম স্বরসন্ধি।

১। অ, আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

অ+অ = আ

পরম+অণূ = পরমাণু

নর+অধম = নরাধম

অ+আ = আ

হিম+আলয় = হিমালয়

সিংহ+আসন = সিংহাসন

আ+অ = আ

মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ

আশা+অনুরূপ = আশানুরূপ

আ+আ = আ

মহা+আশয় = মহাশয়

বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়

২। অ, আ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়ে থাকে। এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ

শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ+ই = এ

যথা+ইচ্ছা = যথেচ্ছা

অ+ঈ = এ

পরম+ঈশ = পরমেশ

আ+ঈ = এ

মহা+ঈশ = মহেশ

৩। অ, আ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়ে থাকে। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও

হিত+উপদেশ = হিতোপদেশ

পর+উপকার = পরোপকার

আ+উ = ও

যথা+উচিত = যথোচিত

মহা+উৎসব = মহোৎসব

অ+ঊ = ও

গৃহ+ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব

আ+ঊ = ও

গঙ্গা+ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪। অ, আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয়ে থাকে। অর্ রেফ (র্) হিসেবে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর্
দেব+ঋষি = দেবর্ষি
সপ্ত+ঋষি = সপ্তর্ষি

আ+ঋ = অর
মহা+ঋষি = মহর্ষি

৫। অ, আ-কারের পর 'ঋত' শব্দ থাকলে উভয়ে মিলে 'আর' হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ যুক্ত হয়।

অ+ঋ = আর

শীত+ঋত = শীতার্ত
ভয়+ঋত = ভয়ার্ত

আ+ঋ = আর
তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণার্ত
ক্ষুধা+ঋত = ক্ষুধার্ত

৬। অ, আ-কারের পর এ-কার অথবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = ঐ
জন+এক = জনৈক
হিত+এষী = হিতৈষী

আ+এ = ঐ
সদা+এব = সদৈব

অ+ঐ = ঐ
মত+ঐক্য = মতৈক্য
বিপুল+ঐশ্বর্য = বিপুলৈশ্বর্য

আ+ঐ = ঐ
মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৭। অ, আ-কারের পর ও-কার অথবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়ে থাকে। ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ঔ

জল+ওকা = জলৌকা

বন+ওষধি = বনৌষধি

অ+ঔ = ঔ

পরম+ঔষধ = পরমৌষধ

চিত্ত+ঔদার্য = চিত্তৌদার্য

আ+ঔ = ঔ

মহা+ঔষধ = মহৌষধ

৮। ই, ঈ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ

অতি+ইব = অতীব

অতি+ইত = অতীত

ই+ঈ = ঈ

পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা

ঈ+ই = ঈ

সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র

ঈ+ঈ = ঈ

সতী+ঈশ = সতীশ

ই, ঈ-কারের পরে ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঈ বা ঈ-স্থানে 'য' হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্+অ = য = ্য

প্রতি+অহ = প্রত্যহ

আদি+অন্ত = আদ্যন্ত

অতি+অন্ত = অত্যন্ত

ঈ+অ = য্+অ = য = ্য

নদী+অম্বু = নদ্যম্বু
সতী+অঙ্গ = সত্যঙ্গ

ই+আ = য্+আ = যা = ্যা

পরি+আলোচনা = পর্যালোচনা
অতি+আচার = অত্যাচার
ইতি+আদি = ইত্যাদি
প্রতি+আশা = প্রত্যাশা

ই+উ=য্+উ = যু = ্যু
অতি+উচ্চ = অতুচ্ছ
প্রতি+উত্তর = প্রত্যুত্তর

ই+ঊ = য্+ঊ = যূ = ্যূ
প্রতি+ঊষ = প্রত্যূষ
অতি+ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব

ঈ+আ = য্+আ = যা = ্যা
মসী+আধার = মস্যাধার

ই+ঔ = য্+ঔ = যৌ = = ে্যৌ
অতি+ঔৎসুক্য = অত্যৌৎসুক্য
উ, ঊ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়ে থাকে। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ = ূ
মরু+উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ঊ = ঊ = ূ

বহু+ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব্

ঊ+ঊ = ঊ = ৄ
ব্যবহার নেই

উ, ঈ-কারের পরে উ-কার অথবা ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব্ (ব-ফলা) হয়ে থাকে। ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব+অ = ব
সু+অল্প = স্বল্প
মনু+অন্তর = মন্বন্তর
অণু+অয় = অন্বয়

উ+আ = ব+আ = বা
সু+আগত = স্বাগত
পশু+আচার = পশ্চাচার

উ+ই = ব্+ই = বি
অনু+ইত = অন্বিত

উ+ঊ = ব্+ঈ = ঈ = ঈ = বী

তনু+ঊ = তন্বী

উ+এ = ব্+এ = বে
অনু+এষণ = অন্বেষণ

ঊ+আ = ব্+আ = বা
বধূ+আলয় = বধ্বালয়

ঋ-কারের পরে ঋ-ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে ঋ-কার স্থানে র-ফলা হয় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ+অ = র্+অ = র
পিতৃ+অরি = পিত্ররি
পিতৃ+অনুগ্রহ = পিত্রনুগ্রহ

ঋ+আ = র+আ = রা
পিতৃ+আলয় = পিত্রালয়
মাতৃ+আদেশ = মাত্রাদেশ

শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

এ+অ = অয়+অ = অয়

নে+অন = নয়ন

বে+অন = বয়ন

এ+আ = অয়া+আ = অয়া

শে+আন = শয়ান

ঐ-কারের পরে স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কারের স্থানে 'আয়' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

নৈ+অ = আয়্+অ = আয়

নৈ+অক = নায়ক

গৈ+অক = গায়ক

শব্দের শধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে 'অব' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ও+অ = অব্+অ = অব

পো+অন = পবন

লো+অণ = লবণ

শ্রো+অণ = শ্রবণ

শব্দের মধ্যে ঔ=কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে 'আর' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঔ+অ = আব্+অ = আব

পৌ+অক = পাবক

ঔ+ই = আব+ই = আবি

নৌ+ইক = নাবিক

সন্ধির প্রচলিত নিয়মানুসারে যেগুলো নিস্পন্ন হয়নি, তাকে বলে নিপাতনে সিদ্ধ। যেমন ঃ

গো+অক্ষ = গবাক্ষ, বিশ্ব+ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ, কুল+অটা = কুলটা, প্র+ঊঢ় = প্রৌঢ়, প্র+এষণ = প্রেষণ, অক্ষ+উহিনী = অক্ষৌহিনী, স্ব+ঈর = স্বৈর, শার+অঙ্গ = শারঙ্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?

ক) চার প্রকার ☐ খ) পাঁচ প্রকার ☐

গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) তিন প্রকার ☐

২. উ-কারের পর ঊ-কার যুক্ত হলে উবয়ে মিলে

ক) ঊ-কার ☐ খ) উ-কার ☐

গ) ও-কার ☐ ঘ) ই-কার ☐

৩. মাত্রাদেশ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-

ক) মাত্র+দেশ ☐ খ) মাত্র+আদেশ ☐

গ) মাতৃ+আদেশ ☐ ঘ) মাতৃ+দেশ ☐

৪. সন্ধি করুন

ক) ভৌ+উক =

ক) ভৌ+উক =		খ) লো+অন	
গ) নদী+উম্বু =		ঘ) মসী+আধার	
ঙ) প্রতি+উপকার		চ) প্রাণ+অধিক	

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন

ক) পবন =		খ) মহৈশ্বর্য	
গ) অত্যুক্তি =		ঘ) ক্ষুধার্ত =	
ঙ) সপ্তর্ষি =		চ)স্বেচ্ছা =	
ছ) সূর্যোদয় =		জ) যথোচিত =	
ঝ) মহার্ঘ =		ঞ) গঙ্গোর্মি =	

উত্তর

১. গ ২. ক ৩. গ

৪. ক) ভাবুক খ) লবণ গ) নদ্যম্বু ঘ) মস্যাধার
ঙ) প্রত্যুপকার চ) প্রাণাধিক

৫ ক) পো+অন গ) মহা+ঐশ্বর্য গ) অতি+উক্তি ঘ) ক্ষুধা+ঋত
ঙ) সপ্ত+ঋষি চ) স্ব+ইচ্ছা ছ) সূর্য+উদয় জ) যথা+উচিত
ঝ) মহা+অর্ঘ ঞ) গঙ্গা+ঊর্মি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. সন্ধি বলতে কি বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কি কি? উদ্ধৃতিসহযোগ লিখুন।

৩. উদ্ধৃতি সহযোগে বহিৎসন্ধি ও অন্তঃসন্ধির পার্থক্য লিখুন।

৪. উদ্ধৃতি সহযোগে স্বরসন্ধি অথবা ব্যঞ্জন সন্ধির পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

অধীশ্বর, সতীন্দ্র, অতীত, কারাগার, পরমৌষধ, উচ্ছ্বাস, বনারতি, ভাস্কর, শিরশ্ছেদ, কান্না সঞ্চয়, কিংবা, সংবর্ধনা, তরুচ্ছায়া, বিস্ময়, ষড়বিধ ততোধিক, মনোহর, নায়ক, মুক্ত।

৬. সন্ধি করুন ঃ

বাক+ঈশ, তদ্+জাতীয়, উৎ+ডীন, পদ+হতি, বিদ্যা+আলয়, ধনুঃ+টঙ্কার, বাঁধ+না, শুভ+ইচ্ছা, নর+ইশ, অতি+ইব, প্রতি+উপকার, প্রতি+এক, সু+অল্প, প্র+উঢ়, তৃষ্ণা+ঋত।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

ইউনিট ৬

ভূমিকা

প্রত্যয় বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটি পদ্ধতি। তাই প্রত্যয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গঠনগত দিক থেকে শব্দ কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও প্রত্যয় সনাক্ত করতে পারবেন।

আমরা মুখ দিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করি। ধ্বনি অথবা কয়েকটি ধ্বনি মিলে যখন কোন অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ ধ্বনি/ধ্বনিগুলি অর্থবোধক হয় তখন তা হয় শব্দ। যেমন, এ, সে, হাত, পা, ফুল, পাখি ইত্যাদি।

গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক শব্দ ২. সাধিত শব্দ

যে শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভাঙ্গা যায় না সেগুলোকে বলে মৌলিক শব্দ। যেমন– এ, ও, পা ইত্যাদি।

যে শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় বা ভাঙ্গা যায় তাকে বলে সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দের মূল অংশকে বলা হয় প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে শব্দ/শব্দাংশ যুক্ত হয়ে শব্দ তৈরি হয়। যেমন চল্+অন্ত = চলন্ত, হাত+অল = হাতল।

প্রকৃতি দু প্রকারের

১. ক্রিয়া প্রকৃতি
২. নাম প্রকৃতি

ক্রিয়াপ্রকৃতি ঃ শব্দের মূল যদি জাতি, গুণ, বিষয় বা কোন বস্তু না বুঝিয়ে অবস্থান, গতি বা কোন প্রকার ক্রিয়া বোঝায় তবে তাকে বলে প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন চল্+অন = চলন, কাঁদ্+না = কান্না। এখানে শব্দ মূল চল্ ও কাঁদ ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি ঃ যে শব্দমূল অবস্থান, গতি, ক্রিয়া না বুঝিয়ে জাতি, গুণ, বিষয় বা বস্তু বুঝায় তাকে বলে নাম প্রকৃতি। যেমন– ঢাকা+আই = ঢাকাই, পাগল+আ = পাগলা। এখানের শব্দ- মূল দুটি স্থান ও গুণ বুঝিয়েছে। এগুলো নাম প্রকৃতি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শব্দমূলগুলি মৌলিক শব্দ।

প্রত্যয়

নাম প্রকৃতি অথবা ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে প্রত্যয়। কোন কোন সময় প্রত্যয়ের নিজস্ব অর্থ থাকে আবার কখনও থাকেও না। প্রত্যয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকৃতির অর্থে সম্প্রসারন, সঙ্কোচন ও ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

প্রত্যয় দুই প্রকার।

১. কৃৎ প্রত্যয়

২. তদ্ধিত প্রত্যয়

ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।

নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায়।

১. তৎসম বা সংস্কৃত প্রত্যয়

২. বাংলা প্রত্যয়

৩. বিদেশী প্রত্যয়।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ	**প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ**
ধার্ + অ = ধার	কর + আ = করা
হার্ + অ = হার	চড়্ + আই = চড়াই
কাঁদ্ + অন = কাঁদন	বৈঠ + অক = বৈঠক
নাচ্ + অন = নাচন	লড়্ + আই = লড়াই
চল্ + অন্ত = চলন্ত	
ফল্ + অন্ত = ফলন্ত	বাড়্ + তি = বাড়তি
বাঁধ্ + অন = বাঁধন	কম্ + তি = কমতি
চির্ + উনি = চিরুনী	ঘাট + তি = ঘাটতি
রাঁধ + না = রান্না	ফির্ + অত = ফিরত
কাঁদ + না = কান্না	বস্ + অত = বসত
ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত	উঠ্ + তি = উঠতি
দুল্ + না = দোলনা	বাট্ + না = বাটনা
ঢাক + না = ঢাকনা	গা + ইয়ে = গাইয়ে
ধো + আ = ধোয়া	খা + ইয়ে = খাইয়ে

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রকৃতি+ প্রত্যয় = শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
গৈ + অক = গায়ক	কৃ + অক = কারক
দৃশ + অক = দর্শক	রক্ষ + অক = রক্ষক
শী + অন = শয়ন	ভুজ + অনট = ভোজন
গম + ক্ত = গত	দহ্ + ক্ত = দগ্ধ
মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ	মৃ + ক্ত = মৃত
মুচ + ক্তি = মুক্তি	কৃ + তব্য = কর্তব্য
বচ + তব্য = বক্তব্য	

বাংলা তদ্ধিত/প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
জল+আ = জলা
বাঘ + আ = বাঘা
হাত + আ = হাতা
লুন + আ = লোনা
পাগল + আ = পাগলা
গোয়াল + আ = গোয়ালা
চোর + আই = চোরাই
জুতা + আন = জুতান
বোমা+আর = বোমারু
লাঠি + আল = লাঠিয়াল
গাছ + ড়া = গাছড়া
নাম + তা = নামতা
মেঘ+লা = মেঘলা
দুধ + আল = দুধাল
চালাক + ই = চালাকি
ডাক্তার + ই = ডাক্তারি
পাকা + আমি = পাকামি
চাম + আর = চামার
চতুর + আলি = চতুরালি
মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
শহর+ইয়া = শহরিয়া >শহুরে
জাল + ইয়া = জালিয়া>জেলে
দেশ + ঈ = দেশী
পশম + ঈ = পশমী
ঢোল + ক = ঢোলক
ঘাম + আচি = ঘামাচি
পাথর+ইয়া = পাথরিয়া>পাথুরে
জল+উয়া = জলুয়া>জলো

ধান + উয়া = ধানুয়া > ধেনো
চাক + তি = চাকতি
লাল + পানা = লালপানা
ধার + আল = ধারাল
বঙ্গ + আল = বাঙ্গাল
জমিদার + ই = জমিদারি
বোকা + আমি = বোকামি
ঘর + আমি = ঘরামি
কাঁসা + আরী = কাঁসারী
মেয়ে + আলি = মেয়েলি

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
কুরু + ষ্ণ = কৌরব	মনু + ষ্ণ = মানব
পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র	বৃদ্ধ + ষ্ণ = বার্ধক্য
সুজন + ষ্ণ = সৌজন্য	পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব
গ্রাম + ষ্ণ্য = গ্রাম্য	কিশোর + ষ্ণ =কৈশোর
যুব + ষ্ণ = যৌবন	শিশু + ষ্ণ = শৈশব
ন্যায় + ষ্ণ = মাধুর্য	ন্যায় + ষ্ণ = ন্যায্য
সম্রাট + ষ্ণ = সাম্রাজ্য	বুদ্ধ + ষ্ণ = বৌদ্ধ
সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক	ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক
লোক + ষ্ণিক = লৌকিক	দর্শন + ষ্ণিক = দার্শনিক

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
গাড়ি + ওয়ান = গাড়োওয়ান	দার+ওয়ান = দারোয়ান
বাবু + আনা = বাবুআনা	পিল + খানা = পিলখানা
ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা	গুলি + খোর = গুলিখোর
ঘুষ + খোর = ঘুষখোর	কারি + গর = কারিগর
বাগ + চা = বাগিচা	কলম + দান = কলমদান
আতর + দান = আতরদান	মজা + দার = মজাদার
জমা + দার = জমাদার	নকল + নবিশ = নকলনবিশ
বাক্স + বন্দী = বাক্সবন্দী	নজর + বন্দী = নজরবন্দী
ধোকা + বাজ = ধোকাবাজ	চাল + বাজ = = চালবাজ
মানান + সই = মানানসই	লাগ + সই = লাগসই

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিন। প্রত্যয় কত প্রকার ও কি কি?

২। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

ধার, পড়, করা, চড়াই, বৈঠক, বাড়তি, ছাউনি, গ্রাম্য, বাঘা, লৌকিক, হাতা, চালাকি, জলো, গোয়ালা, শৈশব, লোনা, নজরবন্দী, শয়ন, ঘামাচি, দাগাবাজ, দারওয়ান, কর্তব্য, পিলখানা, নামতা, ধারাল।

উপসর্গ

ইউনিট ৭

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া 'উপসর্গ' সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দগঠনের কিছু প্রক্রিয়া থাকে। স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষাতেও নতুন শব্দগঠনের প্রক্রিয়া আছে। বাংলা ভাষায় দুই প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক- মৌলিক শব্দ, দুই- সাধিত শব্দ। মৌলিক শব্দ সেগুলো, যেগুলোর কোন গঠনমূলক বিশ্লেষণ নেই। আর সাধিত শব্দ সেগুলো, যেগুলো কোন না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। মৌলিক শব্দের সঙ্গে বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি পদ্ধতি পাই। সেগুলো–

১. উপসর্গ ২. প্রত্যয় ৩. সমাস

উপসর্গ শব্দটির একাধিক সাধারণ অর্থ আছে। তবে বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গ– "শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া"– এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ ইউনিটে আমরা উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করবো।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- উপসর্গ কিভাবে শব্দগঠন করে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উপসর্গের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোকতা আছে'– কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উপসর্গ এক শ্রেণীর অব্যয়। এ অব্যয়গুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। ধাতু ও শব্দের পূর্বে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি আসলে এক প্রকার অব্যয়। এ অব্যয়গুলো ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে ধাতু অথবা শব্দকে অর্থবিশিষ্টতা দেয়। যেমন– হার শব্দের পূর্বে 'আ' উপসর্গ বসে 'আহার', গতি শব্দের পূর্বে 'প্র' উপসর্গ বসে 'প্রগতি', 'দান' শব্দের পূর্বে 'প্রতি' উপসর্গ বসে 'প্রতিদান শব্দ তৈরি করেছে। এখানে লক্ষ্য করা যাবে শব্দের পূর্বে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এবার তাহলে আমরা উপসর্গের সংজ্ঞা এভাবে লিখতে পারি–

যে সব বর্ণ বা বর্ণসমিষ্ট ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে। যেমন– প্র+হার= প্রহার

উপসর্গগুলোর নিজের কোন অর্থ নেই। এর যখন ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে তখন নতুন সৃষ্ট শব্দটি অর্থবৈচিত্র্য পায়। এ অর্থবৈচিত্র্য সাধারণত এরকম হয়–

১. নতুন অর্থ প্রকাশ করে
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা প্রদান করে
৩. শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত করে
৪. শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করে

উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। এজন্য বলা হয় উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই। অর্থাৎ এগুলো কোন অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু এগুলো অর্থদ্যোতনা অর্থাৎ অর্থের আবহ সৃষ্টি করতে পারে। এ অর্থদ্যোতনা সৃষ্টিই উপসর্গের প্রধান কাজ। সেদিক থেকে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যময় যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

উপসর্গ দিয়ে শব্দগঠনে এক অথবা একাধিক উপসর্গ প্রয়োগ হতে পারে। যেমন– আ+হার = আহার, একটি উপসর্গ যোগে গঠিত হয়েছে। কিন্তু সম+অভি+বি+অ+হার = সমভিব্যহার, চারটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। এগুলো হচ্ছে–

১. সংস্কৃত উপসর্গ
২. বাংলা উপসর্গ
৩. বিদেশী উপসর্গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. শুন্যস্থান পূরণ করুন

ক) উপসর্গ শব্দগঠনের একটি ---------- ।
খ) বাংলা ভাষায় শব্দ দুই প্রকার। এক- মৌলিক শব্দ, দুই- ---------- শব্দ।
গ) ধাতু অথবা শব্দের ---------- যে বর্ণ/বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে ---------- বলে।
ঘ) উপসর্গ ছাড়া ---------- ও ---------- দ্বারা নতুন শব্দ গঠিত হয়।
ঙ) উপসর্গ এক শ্রেণীর ---------- ।
চ) উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু ---------- আছে।
ছ) উপসর্গ তিন প্রকার। যথা ----------, বাংলা উপসর্গ ও ---------- উপসর্গ।

২. উপসর্গ কি ধরনের অর্থবৈচিত্র্য ঘটায়, নীচে লিখুন।

১. ----------.
২. ----------.
৩. ----------.
৪. ----------.
৫. ----------.

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. ক. প্রক্রিয়া, খ. সাধিত, গ. পূর্বে, উপসর্গ। ঘ. প্রত্যয়, সমাস। ঙ. অব্যয়।
চ. অর্থদ্যোতকতা, ছ . সংস্কৃত, বিদেশী।
২. পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সংস্কৃত উপসর্গ কোনগুলি ও কয়টি তা লিখতে পারবেন।
- সংস্কৃত উপসর্গের প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাক্যে সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দ সনাক্ত ও ব্যবহার করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আছে বলে আমরা জানি। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও বাংলা ভাষায় এসেছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা কুড়িটি এগুলো হচ্ছে–

প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধ, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ–

প্র – প্রভাত, প্রহার, প্রচার, প্রকাশ, প্রগতি
পরা – পরাজয়, পরামর্শ, পরাক্রম, পরাশক্তি, পরাভব
অপ – অপকার, অপব্যয়, অপমান, অপবাদ, অপরাধ
সম – সংবাদ, সঞ্চয়, সম্ভাষণ, সমাদর, সংস্কার
নি – নিরব, নিবারণ, নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিপাত,
অব – অবকাশ, অবহেলা, অবসর, অবদান, অবনত।
অনু – অনুচর, অনুসরণ, অনুগমন, অনুবাদ, অনুশীলন।
নির্ – নির্ণয়, নির্জন, নির্ভয়, নির্মল, নিরক্ষর
দুর্ – দুর্বল, দুর্গতি, দুর্বার, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ
নি – নিজয়, বিনয়, বিফল, বিমর্ষ, বিখ্যাত
অধি – অধিকার, অধিপতি, অধিবেশন, অধিবাসী, অধিনায়ক

সু – সুগম, সুলভ, সুবাস, সুনাম, সুজন
উৎ – উৎকর্ষ, উৎসর্গ, উৎপত্তি, উৎসাহ, উৎপন্ন
পরি – পরীক্ষা, পরিহার, পরিণতি, পরিতাপ, পরিমাপ
প্রতি – প্রতিদান, প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিফল, প্রতিমূর্তি
অভি – অভিনব, অভিনয়, অভিধান, অভিযান, অভিশাপ
অতি – অতিক্রম, অতিরিক্ত, অতিশয়, অতিবৃষ্টি, অতিরিক্ত
অপি – অপিবদ্ধ, অপিচ, অপিনিহিত
উপ – উপগ্রহ, উপকার, উপবন, উপনেতা, উপকূল
আ – আহার, আকাশ, আবেগ, আদেশ, আভাস।

সংস্কৃতে উপসর্গজাতীয় আরও কয়েকটি অব্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন– অন্ত:(অন্তঃপুর), আবি:(আবিষ্কার), পুর:(পুরষ্কার) ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গের বাক্যে প্রয়োগ

প্র – প্রভাত – প্রভাতে সূর্য উঠে।
প্রহার – ছেলেটিকে প্রহার করছো কেন?
অপ – অপকর্ম – অপকর্ম করে লোকটি এখন জেলে।
অপব্যয় – এখন অপব্যয় করলে, পরে পস্তাতে হবে।
বি – বিনয় – বিনয় চরিত্রের অলঙ্কার।
বিফল – সে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে।
আ – আকাশ – নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসছে।
আদেশ – আপনার আদেশ মেনে চলবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শুন্যস্থানগুলো পূরণ করুন
ক. সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা ---------- ।
খ. প্রকাশ, প্রচার, প্রগতি – এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ---------- ।
গ. অনুচর, অনুগত, অনুদান এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ---------- ।
ঘ. অতিক্রম, অতিশয়, অতিরিক্ত এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ------ ।
ঙ. সংস্কৃতে উপসর্গ ছাড়াও কয়েকটি ব্যবহার করা হয়।
চ. যে উপসর্গগুলো বাদ পড়েছে সেগুলো লিখুন।
প্র, পরা, ------ ------ নি
অব, ----- নির, ------ দুর

--------- অধি, সু ----- ----- ------
প্রতি, -----, অতি, ------- ------- ।

২. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ গঠন করুন।

পরা – ক) ---------- খ) ---------- গ) ----------
অধি – ক) ---------- খ) ---------- গ) ----------
অতি – ক) ---------- খ) ---------- গ) ----------
পরি – ক) ---------- খ) ---------- গ) ----------
আ – ক) ---------- খ) ---------- গ) ----------

৩. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দগঠন করুন ও বাক্যে প্রয়োগ করুন।

উপসর্গ	শব্দ	বাক্য
প্র	–	–
নি	–	–
সু	–	–
উপ	–	–

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা উপসর্গগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন করতে পারবেন।
- বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দ বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে অসংস্কৃত শব্দের পূর্বে কিছু অব্যয় বা অব্যয়রূপী শব্দ বা শব্দাংশে ব্যবহার করা হয়। এ শব্দ বা শব্দাংশ আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃতের মত ধাতুর পূর্বেও এগুলো বসে না। শুধু সাধিত শব্দের পূর্বে বসে। এগুলোকে বাংলা উপসর্গ বলে। বাংলা উপসর্গগুলো হচ্ছে–
অ, আ, অনা, অঘা, অজ, অব, আগ, আড়, উন, কু, নি, পাতি, বি, ভর, স, সু, রাম, হা ইত্যাদি।

বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ–

অ – অকাজ, অদেখা, অবেলা, অপয়া, অঢেল

আ – আলুনি, আকাল, আগাছা, আকাঁড়া, আকণ্ঠ

অনা – অনাদর, অনাচার, অনাবৃষ্টি, অনাদায়

অঘা – অঘারাম, অঘাচন্ডী

অজ – অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ

আগ – আগড়াল, আগপাড়া,

আড় – আড়নয়ন, আড়মোড়া

উন – উনপাঁজরে, উনবর্ষা

কু – কুকাজ, কুকথা, কুচুটে

নি – নিলাজ, নিখোঁজ

পাতি – পাতিহাঁস, পাতিনেতা, পাতিকাক

বি – বিদেশ, বিজোড়, বিকাল

ভর – ভরদুপুর, ভরপেট, ভরসন্ধ্যা

স – সরব, সকাল, সলাজ, সখেদ

সু – সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুসময়

রাম – রামছাগল, রামদা, রামশালিক

হা – হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ

বাক্যে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ

অ – অচেনা – অচেনা রাস্তা ঘাট যেতে তো একটু দেরি হবেই।
অবেলা – এ অবেলায় কোথায় চললে তুমি?

অজ – অজপাড়াগাঁ – কোন অজপাড়াগাঁ থেকে এসেছে, রাস্তায় চলতে পর্যন্ত জানেনা।

আড় – আড়মোড়া – এবার আড়মোড়া ভাঙ্গ, বাজার যেতে হবে না।

পাতি – পাতিনেতা – তোমার মত ঢের পাতিনেতা দেখেছি, এবার মানে মানে কেটে পড়।

ভর – ভরপেট খেয়ে সেই যে ভরদুপুরে ঘুমিয়েছে, এখনও ঘুম ভাঙেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. পাঁচটি বাংলা উপসর্গ লিখুন

১) ------- ২) -------- ৩) -------- ৪) ------- ৫) -----

২. নীচের শব্দগুলোতে যে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে তা লিখুন।

আকাল, নিখরচা, রামদা, অঘাচন্ডী, সুদিন, অনাবৃষ্টি

---।

৩. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ গঠন করুন

আ, অনা, কু, ভর, সু, হা,

এখানে লিখুন

---।

৪. বাংলা উসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করুন।
অজানা, অনাবৃষ্টি, আগডাল, বিজোড়, হা-ঘরে
এখানে লিখুন

---।

৫. বাংলা উপসর্গ প্রকৃত উপসর্গ কি? এগুলো শব্দের অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে?
এখানে লিখুন

---।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিদেশী উপসর্গগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিদেশী কোন কোন ভাষার উপসর্গ বাংলাভাষায় এসেছে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিদেশী উপসর্গ দিয়ে শব্দগঠন করতে পারবেন।
- বাক্যে বিদেশী উপসর্গ ব্যবহার করতে পারবেন।

ভূমিকা

ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসনিক, কূটনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষাসহ বিভিন্ন সূত্রে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারে জমা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশী উপসর্গও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এ উপসর্গগুলো প্রধানত ফারসি, আরবি, ইংরেজি হিন্দি ও উর্দু থেকে আমাদের ভাষায় এসেছে।

ফারসি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে–

কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, কে, বর, ব, কম

আরবি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে –

আম, খাস, লা, বাজে, গর, খয়ের

ইংরেজি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে–

ফুল, হাফ, হেড, সাব

হিন্দি থেকে যে উপসর্গ এসেছে তা হচ্ছে–

হর

বিদেশী উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ–

ফারসি উপসর্গ

কার – কারখানা, কারবার, কারসাজি।
দর – দরদালান, দরপত্তনি, দরকাঁচা।
না – নাচার, নালায়েক, নামঞ্জুর।
নিম – নিমরাজি, নিমখুন।
ফি – ফিবছর, ফিহপ্তা, ফিরোজ, ফিসন।
বদ – বদমেজাজ, বদরাগী, বদলোক, বদহজম।
বর – বরখাস্ত, বরবাদ।
বে – বেয়াদব, বেকসুর, বেআক্কেল।
ব – বমাল, বনাম।
কম – কমজোর, কমবখত।

আরবি উপসর্গ

আম – আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস – খাসমহল, খাসকামরা, খাসদরবার।
লা – লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাখেরাজ।
বাজে – বাজেকথা, বাজে খরচ, বাজেজমা।
গর – গরমিল, গরহাজির।
খয়ের – খয়ের খাঁ।

ইংরেজি উপসর্গ

ফুল – ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলসার্ট।
হাফ – হাফহাতা, হাফশার্ট, হাফটিকেট।
হেড – হেডমাস্টার, হেডমৌলানা, হেড অফিস।
সাব – সাব অফিস, সাবজজ।

হিন্দি-উর্দু থেকে

হর – হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা।
হর (+এক) হরেক রকম, হরেক আদমী।

বাক্যে বিদেশী উপসর্গের প্রয়োগ

কার – কারখানা – কারখানায় পুরোদমে উৎপাদন শুরু হয়েছে।
নিম – নিমরাজি – এখনও নিমরাজি বটে, তবে আমার বিশ্বাস সে পুরোপুরি রাজি হয়ে যাবে।
ফি – ফিবছর – ফি বছর বন্যা, খরা, লেগেই আছে।
ব – বমাল – চোরটি বমাল ধরা পড়েছে।

খাস – খাসমহল – বাদশাহ-বেগম এই খাসমহলেই বাস করতেন।

গর – গরহাজির – যে ছাত্ররা গরহাজির তাদের শাস্তি দিতে হবে।

ফুল – ফুলাহাতা – শীত শীত করছে তাই ফুলহাতা শার্ট পরেছি।

হর(+এক) – হরেক রকম লোক আসবে, তাই একটু সাবধানে থেকো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. পাঁচটি বিদেশী উপসর্গ লিখুন

১. -------- ২. --------- ৩. --------- ৪. -------- ৫. --------

২. নীচের শব্দগুলো থেকে উপসর্গটি আলাদা করে বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

আমদরবার ( ), হেড অফিস ( ), হররোজ ( ), দরকাঁচা ( ), নিমরাজি ( ), বমাল ( ), বরবাদ ( )।

৩. নীচের বাক্যগুলো পড়ুন ও উপসর্গযুক্ত শব্দের নিচে দাগ দিন।

ক) হাফনেতা বলেই তো ও লাফাচ্ছে বেশি।

খ) দরদালানে নহবৎ বাজছে।

গ) আসামী বেকসুর খালাস হয়েছে।

ঘ) বাজে খরচ কমাতে হবে, নইলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।

ঙ) যাদুকরের কারসাজি আমরা কিছুই ধরতে পারিনি।

৪. নীচের প্রত্যেকটি উপসর্গ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

ক) লা –

খ) ফুল –

গ) নিম –

ঘ) কম –

ঙ) খাম –

চ) গর –

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রশ্নগুলো ভাল করে পড়ুন ও উত্তরগুলো আপনার বই থেকে খুঁজে নিন।

১. উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় কতপ্রকার উপসর্গ আছে? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দিন।

২. খাঁটি বাংলা উপসর্গের ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

৩. বিদেশী উপসর্গ বলতে কি বোঝায়? তিনটি বিদেশী উপসর্গ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

৪. দশটি সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে দশটি শব্দ গঠন করুন।

৫. উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই– কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে – বুঝিয়ে লিখুন।

সমাস

ইউনিট ৮

প্রস্তাবনা ঃ

ব্যাকরণের যে কয়টি সূত্রের সাহায্যে বাংলা শব্দ সাধিত হয় সমাস সেগুলোর একটি। সমাস একদিকে নতুন শব্দ তৈরি করে, অন্যদিকে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সমাসের সাহায্যে বিস্তারিত কথাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সেজন্য বাংলা ভাষায় সমাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আলোচ্য ইউনিটে সমাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সমাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাসের শ্রেণী ভাগ করতে পারবেন।

কোন কথাকে একটু ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে বলা যায়, আবার ভাব ঠিক রেখে ঐ কথাকে সংক্ষেপেও বলা যায়। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। সমাসের সাহায্যে লম্বা বাক্যকে ছোট করে রূপ দেওয়া যায়। যেমন, 'পুকুরে হাঁটু পরিমাণ জল রয়েছে' বাক্যটিকে সংক্ষেপ করে আমরা বলতে পারি 'পুকুরে হাঁটু জল রয়েছে'। গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তাতে তুমি আসবে' এই বাক্যটিকে ছোট করে বলা যায় এইভাবে 'গায়ে হলুদে তুমি আসবে'। কত ছোট হয়ে গেল বাক্য। শুধু ছোট হল না, সুন্দরও হল। লক্ষণীয় সমাসে বাক্যের সব শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় না, বাক্যের যে সব শব্দের মধ্যে পরারর সম্পর্ক রয়েছে শুধু সেগুলোই সংক্ষিপ্ত হয়। বাক্যে যে সব শব্দ থাকে সেগুলোকে বলা হয় পদ। সুতরাং সমাসের সংজ্ঞা এইরূপ ঃ

বাক্যের মধ্যে অবস্থিত পরারর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে মিলিত হওয়াকে সমাস বলে।

সমাসের অন্যান্য প্রসঙ্গ।

ক) সমাসের সাহায্যে যে বড় শব্দটি তৈরি হয় তাকে সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ বলা হয়।

খ) যে পদগুলোকে নিয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সমস্যমান পদ। বাংলায় সাধারণত দুই পদের মিলনে সমাস হয়।

গ) সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ, আর দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় পরপদ বা উত্তরপদ।

ঘ) পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য যে বিশ্লেষণমূলক বাক্য ব্যবহৃত হয় তাকে ব্যাসবাক্য বা সমাস বাক্য কিংবা বিগ্রহবাক্য বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

১।

সমস্যমান পদ	.....	আগাগোড়া
পূর্বপদ	.....	আগা
পরপদ বা উত্তরপদ	.....	গোড়া
ব্যাসবাক্য	.....	আগা থেকে গোড়া
সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ	.....	আগাগোড়া

২। সমস্যমান পদ ..... মহান, পুরুষ

পূর্বপদ	.....	মহান
পরপদ	.....	পুরুষ
ব্যাসবাক্য	.....	মহান যে পুরুষ
সমস্ত পদ	.....	মহাপুরুষ

বাংলায় দুই পদের সমাস হয়। প্রথমটি পূর্বপদ, দ্বিতীয়টি পরপদ বা উত্তরপদ।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা সহজে বোঝা যায়। কথাকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করার জন্য সমাসের সৃষ্টি। সমাস ভাষাকে সংহত, সুন্দর, গভীর ও গাঢ়বদ্ধ করে। সমাস নতুন শব্দ গঠন করে, ফলে ভাষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। সন্ধির দ্বারাও নতুন শব্দ গঠন করা যায়, কিন্তু সন্ধির সঙ্গে সমাসের পার্থক্য আছে। সন্ধি হয় ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির (অর্থাৎ বর্ণের সঙ্গে বর্ণের), আর সমাস হয় শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনে। এই মিলন হয় কোন মনোভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করার জন্য। এতে একদিকে বক্তার সময়ও বাঁচে, অন্যদিকে ভাষা শ্রুতিমধুর হয়। সাধারণ কথাতেও সমাস নিত্য ব্যবহৃত হয় - যেমন আব্বা-আম্মা, ধান-চাল, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি।

সমাস নতুন শব্দ গঠন করে। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর করে।

সমাসের শ্রেণীভাগ

সমাস গঠনের সূত্র ব্যাখ্যা করে পন্ডিতেরা কেউ বলেছেন সমাস তিন প্রকার, কেউ বলেছেন চার প্রকার। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার। এগুলো–

দ্বন্দ্ব সমাস, তৎপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, বহুব্রীহি সমাস, দ্বিগু সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস।

এগুলো ছাড়া আরো কিছু সমাসের নাম পরিচিত। যেমন অলুক সমাস, নঞ-সমাস, উপপদ সমাস, প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো আলাদা কোন সমাস নয়; এগুলো মূল সমাসগুলোর সঙ্গে যুক্ত। যেমন অলুক সমাস রয়েছে দ্বন্দ্বে, তৎপুরুষে, বহুব্রীহিতে। নঞ-সমাস দেখা যায় তৎপুরুষ ও বহুব্রীহিতে; উপপদ সমাস ও প্রাদি সমাস তৎপুরুষ সমাসের অর্ন্তভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সমাস বলতে কি বোঝায়?

২. ভাষায় সমাসের কি কাজ?

৩. সমাস কয় প্রকার ও কি কি?

৪. সমস্ত পদ কি?
৫. ব্যাস বাক্য কাকে বলে?
৬. পূর্বপদ ও পরপদ বুঝিয়ে লিখুন?
৭. অলুক সমাস ও নঞ-সমাস আলাদা সমাস কি?

উত্তর

১. সম্পর্কযুক্ত পদগুলোকে এক পদে রূপ দেওয়াকে সমাস বলা হয়।
২. সমাসের সাহায্যে বাক্য সংক্ষিপ্ত রূপ পায়। এতে ভাষা সুন্দর হয়। তাছাড়া সমাস ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি করে।
৭. অলুক সমাস ও নঞ সমাস আলাদা কোন সমাস নয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ সমাসের বিশেষ বিশেষ রূপ।

পাঠ ১ ঃ দ্বন্দ্ব সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দ্বন্দ্ব সমাসের পরিচয় জানবেন।
- দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।

দ্বন্দ্ব শব্দের এক বিশেষ অর্থ হল 'জোড়া'। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপর দুয়েরই প্রাধান্য থাকে। 'ও' এবং 'আর' ইত্যাদি অব্যয় দিয়ে পূর্বপদ ও পরপদের সংযোগ হয় এবং এইভাবে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস বাক্য তৈরি হয়। যেমন ভাই ও বোন = ভাইবোন, কিংবা গরু এবং ছাগল = গরুছাগল। উপরের দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, সমস্তপদে দুইপদেরই প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত দেখা যায় ছোটপদটি আগে বসে, বড় পদটি পরে। যেমন হাটবাজার, রুই-কাতলা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু এ নিয়ে খুব যে ধরাবাঁধা নিয়ম আছে তাও নয়। দেখা যায় গৌরব বা মর্যাদাসূচক পদ দীর্ঘ হলেও আগে বসতে পারে। যেমন- ডাক্তার-বৈদ্য, শাশুড়ি-বউ, বাজার-হাট ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস নানাভাবে গঠিত হয়। যেমন ঃ-

মিলনার্থক শব্দ দিয়ে ঃ আব্বা-আম্মা, ফুফু-খালা, ছেলে-মেয়ে, মশা-মাছি, বর-বধূ, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।

বিরোধমূলক শব্দ দিয়ে ঃ বেহেশত-দোজখ, অহি-নকুল, দা-কুমড়া, শত্রু-মিত্র, বাদী-বিবাদী ইত্যাদি।

বিপরীত শব্দ দিয়ে ঃ হাসি-কান্না, লাভ-ক্ষতি, জমা-খরচ, আয়-ব্যয়, আসমান-জমিন, জল-স্থল ইত্যাদি।

সমার্থক শব্দ দিয়ে ঃ ধন-দৌলত, বই-পুস্তক, রাজা-বাদশা, জন্তু-জানোয়ার, মাথা-মুন্ডু, চালাক-চতুর ইত্যাদি।

সহচর শব্দ দিয়ে ঃ কাপড়-চোপড়, খাতা-পত্র, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া ইত্যাদি।

অঙ্গবাচক শব্দ দিয়ে ঃ হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, গোঁফ-দাড়ি, ইত্যাদি।

দুই বিশেষ্য দিয়ে ঃ হাতি-ঘোড়া, মাছ-মাংস, লেপ-তোশক, রিকশা-টেম্পো ইত্যাদি।

দুই সর্বনাম শব্দ দিয়ে ঃ যে-সে, যা-তা, যখন-তখন ইত্যাদি।
দুই ক্রিয়াবাচক শব্দ দিয়ে ঃ লেখা-পড়া, আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা, দেখা-শোনা, ওঠা-বসা ইত্যাদি।
দুই বিশেষণ দিয়ে ঃ ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, লাল-নীল, মোটা-তাজা ইত্যাদি।
দুই ক্রিয়া বিশেষণ দিয়ে ঃ কলে-কৌশলে, ধীরে-সুস্থে, আস্তে-ধীরে, টেনে-টুনে ইত্যাদি।

বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণত দুই পদের মধ্যে হয়; কিন্তু দুইয়ের অধিক পদে সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন–

মেঘ, বৃষ্টি ও রোদ = মেঘ-বৃষ্টি-রোদ
নাক, কান ও গলা = নাক-কান-গলা
ইট, কাঠ ও চুন = ইট-কাঠ-চুন
স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল = স্বর্গ-মর্ত-পাতাল
সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম
রূপ,রস, গন্ধ ও ারর্শ = রূপ-রস-গন্ধ-ারর্শ

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস

পদের বিভক্তির লোপ না হলে বলা হয় অলুক। সুতরাং, পূর্বপদ ও পরপদের বিভক্তির লোপ না হলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব সমাস।

উদাহরণ

পথে ও গাটে = পথে-ঘাটে
হাটে ও বাজারে = হাটে-বাজারে
দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে
বাঘে ও মহিষে = বাঘে-মহিষে
হাতে ও পায়ে = হাতে-পায়ে
দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে
মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে

দ্রষ্টব্য

কখনো কখনো সমস্যমান পদ দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদে একটু পরিবর্তিত হয়। যেমন–

জায়া ও পতি = দম্পতি
দিবা ও রাত্রি = দিবারাত্র
কুশ ও লব = কুশীলব
অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? দ্বন্দ্ব সমাসের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

২. দ্বন্দ্ব সমাস গঠনের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৩. অলুক দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝায়? অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কি? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. নিম্নলিখিত পদগুলোর ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ

ছেলেমেয়ে, ঝোপেঝাড়ে, লোক-লস্কর, সকাল-সন্ধ্যা, আজকাল, কমবেশী, হাতপা, নয়ছয়, অস্ত্র-শস্ত্র, বাঘেমহিষে, স্টিমার-লঞ্চ, ডালভাত, চাষাভূষা, পুকুর-বিল, দম্পতি, অহোরাত্র, জলেডাঙ্গায়, দুধ-দই-ক্ষীর, কিল-ঘুষি-থাপ্পড়, আনাচে-কানাচে, লাঙল-জোয়াল।

পাঠ ৩ ঃ কর্মধারয় সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কর্মধারয় সমাসের পরিচয় জানবেন।
- কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ জানবেন। বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধেও জানবেন।

☞	পাঠটি ভালোভাবে পড়ুন। তাহলে কর্মধারয় সমাস সম্বন্ধে আপনি ারষ্ট ধারণা করতে পারবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ সাধারণত হয় বিশেষণ, আর পরপদ বিশেষ্য এবং এই সমাসে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে। কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যে সমাস হয় এবং যাতে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন :

লাল যে ফুল = লালফুল	এক যে জন = একজন
নীল যে আকাশ = নীলাকাশ	জন যে এক = জনৈক
ছোট যে নদী = ছোট নদী	এখানে বিশেষ্য আগে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে ‘যে’ ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য। অবশ্য আরো নানাভাবে ব্যাস বাক্য তৈরি হয়।

কর্মধারয়ে শুধু যে বিশেষ্য আর বিশেষণের সমাস হয় তা নয়, বিশেষ্য বিশেষ্যও হতে পারে, আবার বিশেষণ বিশেষণও হতে পারে।

বিশেষ্য বিশেষ্য :

যিনি মৌলবী তিনি সাহেব = মৌলবী সাহেব
যিনি পন্ডিত তিনি মহাশয় = পন্ডিত মহাশয়
যিনি রাজা তিনি ঋষি = রাজর্ষি
যে ছেলে সে মানুষ = ছেলে মানুষ

বিশেষণ-বিশেষণ

যে সহজ সে সরল = সহজ-সরল
যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা
যে সুস্থ সেই সবল = সুস্থ সবল
যে চালাক সে চতুর = চালাক চতুর
যে কচি সে কাঁচা = কচি কাঁচা
আরো নানাভাবে কর্মধারয় সমাস হয়।

(১) এক কাজের পর আরেক কাজ বোঝালে দুটি পদে কর্মধারয় সমাস হয়–

আগে বাছা পরে কুটা = বাছাকুটা/কুটাবাছা
আগে ঘষা পরে মাজা = ঘষামাজা
প্রথমে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
আগে খাওয়া পরে পরা = খাওয়া পরা

২) পূর্বপদে স্ত্রী বাচক বিশেষণ থাকলে সমাসদ্ধ পদে তা পুরুষবাচক হয়। –
দুষ্ট যে মতি = দুষ্টমতি
সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা
মহতী যে নদী = মহানদী
মহতী যে সভা = মহাসভা

৩) পূর্বপদ 'মহান' বা 'মহৎ' হলে সমাসবদ্ধ পদে তা 'মহা' হয়।
মহান যে নবী = মহানবী
মহান যে বীর = মহাবীর
মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান

৪) পরপদের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ হলে পূর্বপদের 'কু' বিশেষণ সমাসবদ্ধ পদে 'কৎ' হয়।
কু যে অর্থ = কদর্থ ←(কৎ+অর্থ)
কু যে আচার = কদাচার ←(কৎ+আচার)

কু কখনো কখনো 'কা' হয়-
কু যে পুরুষ = কাপুরুষ

৫) পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে সমাসবদ্ধ পদে তা 'রাজ' হয়।

মহান যে রাজা = মহারাজ
যুব যে রাজা = যুবরাজ

৬) কোন কোন কর্মধারয় সমাসে দেখা যায়, যে পদের আগে বসা উচিত যা পরে বসে।
উত্তম যে পুরুষ – পুরুষোত্তম
ভাজা যে মাছ – মাছভাজা
সিদ্ধ যে আলু – আলুসিদ্ধ
বাটা যে মরিচ – মরিচবাটা
অধম যে নর – নরাধম
গরম যে চা – চা-গরম

বিশেষ বিশেষ কর্মধারয় সমাস

সাধারণ কর্মধারয় সমাস ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ রূপ রয়েছে। যেমন–

১) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২) উপমান কর্মধারয় সমাস
৩) উপমিত কর্মধারয় সমাস
৪) রূপক কর্মধারয় সমাস

১) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস ঃ

ব্যাস বাক্যের ব্যাখ্যামূলক মধ্য পদের লোপ হয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

দুধে সিদ্ধ সাগু = দুধসাগু
ঘি-মেশানো ভাত = ঘি-ভাত
ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু
সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন
ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
আয়ের উপর কর = আয়কর
ডাকবাহী গাড়ি = ডাকগাড়ি
মৌ (মধু) আশ্রয়ী মাছি = মৌমাছি
মানি (টাকা)রাখার ব্যাগ = মানিব্যাগ

২) উপমান কর্মধারয় সমাস

দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করে অর্থাৎ উপমা দিয়েও কর্মধারয় সমাস হয়। যাকে তুলনা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় উপমান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে তুলনা করা হয় একটা সাধারণ ধর্মের কথা মনে রেখে। যেমন,

মেয়েটির চুল মেঘের মতো কালো।

এখানে উপমেয় মেয়েটির চুল, উপমান 'মেঘ, সাধারণ ধর্ম 'কালো'। তুলনা দেওয়ার জন্য 'মতো' তুলনা বাচক শব্দ ও ব্যবহৃত হয়েছে। এখন উপমেয় উপমানে কিংবা উপমান ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে সমাস হতে পারে।

যে কর্মধারয় সমাসে উপমান পদের সঙ্গে সাধারনত ধর্মের সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

মতো, ন্যায়, সম, সদৃশ ইত্যাদি উপমান কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়।

মেঘের মতো কালো = মেঘ কালো
তুষারের মতো শুভ্র = তুষার শুভ্র
বজ্রের ন্যায় কঠোর = বজ্রকঠোর
কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণ রাঙা
মিশির মতো কালো = মিশ কালো
দুধের মতো সাদা = দুধসাদা
শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত
ফুটির ন্যায় ফাটা = ফুটি ফাটা
গো(গরুর)-এর ন্যায় বেচারী = গোবেচারী

উপমিত কর্মধারয়

উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয় এবং যাতে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।

সাধারণত উপমেয় পদটি আগে বসে। যেমন-
কর পল্লবের ন্যায় = কর পল্লব
পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ
নয়ন কমলের ন্যায় = নয়ন কমল
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

অনেক সময় উপমান পদটিও আগে বসে যেমন-
চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ
সোনার মতো মুগ = সোনামুগ
পদ্মের ন্যায় আঁখি = পদ্মআঁখি
শিশিরের মতো অশ্রু = শিশিরাশ্রু

খড়মের মতো পা = খড়ম পা।

রূপক কর্মধারয়

উপমেয় ও উপমানকে অভেদ কল্পনা করে যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় বলে।

এই সমাসে উপমেয় পদ আগে বসে, তারপর উপমান। উপমেয় পদে 'রূপ' যোগ করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয়।

প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি
মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
জ্ঞান রূপ আলোক = জ্ঞানালোক
ভব রূপ নদী = ভবনদী
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদ সিন্ধু
সংসার রূপ সমুদ্র = সংসার সমুদ্র
হৃদয় রূপ আসন = হৃদয়াসন
বিরহ রূপ সাগর = বিরহ সাগর
ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল
দেহ রূপ ঘড়ি = দেহঘড়ি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দৃষ্টান্তসহ কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা দিন।
২. কর্মধারয় সমাসের সাধনের কয়েকটি উদাহরণ দিন।
৩. বিশেষ কর্মধারয় সমাস কয়টি? এগুলোর নাম লিখুন।
৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কাকে বলে? পাঁচটি নমুনা দিন।
৫. উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং এ-দুটো সমাসের পার্থক্য দেখান।
৬. দৃষ্টান্তসহ রূপ'ক কর্মধারয় সমাস বুঝিয়ে দিন।
৭. ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ
   চরণকমল, দুধভাত, সবুজছাতা, পচাগলা, কাঁচকলা, যুবরাজ, চাউলভাজা, নীলোৎপল, চালকুমড়া, ধোয়ামোছা।
৮. সমাসবদ্ধ পদ লিখুন

মহান যে জন, যা শীত তা উষ্ণ, যিনি খান তিনি বাহাদুর, সিঁদুরের ন্যায় রাঙা, ছায়া প্রধান তরু; চিত্ত রূপ চকোর, শোক রূপ অগ্নি, ভিক্ষা লব্ধ অন্ন, কাঠের মতো কঠিন, প্রাণ রূপ পাখি।

পাঠ ৪ ঃ তৎপুরুষ সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা ও লিখতে পারবেন ও শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

☞	পাঠটি বারবার পড়ুন। তাহলে আপনি তৎপুরুষ সমাস সমাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন এবং এই সমাসটি বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

দ্বিতীয়া তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের যে সমাস হয় এবং যাতে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসে দুটি সমস্যমান পদের মধ্যে অন্বয় ঘটে। 'গাছ' এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে– গাছে পাকা বিভক্তির যোগ দেখিয়েই ব্যাসবাক্য তৈরি হয়। সমাসবদ্ধ পদে বিভক্তির লোপ হয়। যেমন-

গাছে পাকা $\rightarrow$ গাছ পাকা।

স্কুল থেকে পালানো $\rightarrow$ স্কুল পালানো।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এগুলোর নাম হয়েছে।

১) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ২) তৃতীয়া তৎপুরুষ ৩) চতুর্থী তৎপুরুষ
৪) পঞ্চমী তৎপুরুষ ৫) ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৬) সপ্তমী তৎপুরুষ

*প্রথমা তৎপুরুষ বলতে কিছু নেই। প্রথমা বিভক্তি 'া' বা '০' এর লোপ হওয়া কিছু নেই। সে জন্য প্রথমা তৎপুরুষও নেই।

'তৎপুরুষ' শব্দের অর্থ তার সম্পর্কীয় পুরুষ। এই দিক থেকে ছয়টি তৎপুরুষ সমাসকে যথাক্রমে কর্ম তৎপুরুষ, করণ-তৎপুরুষ, সম্প্রদান-তৎপুরুষ, অপাদান-তৎপুরুষ, সম্বন্ধ-তৎপুরুষ ও অধিকরণ তৎপুরুষ বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলে।

[দ্বিতীয়া বিভক্তি - এ(য়), কে, রে)
ফুলকে তোলা = ফুলতোলা
কলাকে বেচা = কলাবেচা

ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা
ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো
কাঠকে কাটা = কাঠকাটা
হাঁড়িকে ভাঙা = হাঁড়ি ভাঙা
মরণকে আপন্ন = মরণাপন্ন
সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্য প্রাপ্ত
গৃহকে আশ্রিত = গৃহাশ্রিত
ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত

ব্যপ্তি, বিস্তৃতি বা জুড়ে থাকা অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা-
ক্ষণকাল ব্যাপী স্থায়ী – ক্ষণস্থায়ী
চিরকাল ব্যেপে শত্রু – চিরশত্রু
বহুকাল ব্যেপে প্রচলিত – বহুপ্রচলিত

পূর্বপদ ক্রিয়া বিশেষণ বা অবস্থা-জ্ঞাপক বিশেষণ হলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা–
ধীরভাবে গামী – ধীরগামী
মৃদুভাবে ভাষী – মৃদুভাষী
অর্ধমাত্র স্ফূট – অর্ধস্ফুট
নিমমাত্র রাজি – নিমরাজি

২) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

[তৃতীয়া বিভক্তি : এ(য়), তে(এতে) দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক]
ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা
বাদুড় কর্তৃক চোষা = বাদুড়চোষা
শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ
গুণে মুগ্ধ = গুণমুগ্ধ
বায়ু দ্বারা পূর্ণ = বায়ুপূর্ণ
হস্থ দ্বারা চালিত = হস্তচালিত
পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত
ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল
বুদ্ধি দ্বারা হীন = বুদ্ধিহীন
শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত
জ্ঞান দ্বারা শন্য = জ্ঞানশন্য
হীরক দ্বারা খচিত = হীরক খচিত

কালি দিয়ে মাখানো = কালিমাখানো
শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল
জরা দ্বারা জীর্ণ = জরাজীর্ণ
এক দ্বারা কম = এক্‌কম

লক্ষণীয়, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বিশেষণ বাচক হয়।

অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ
যে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

পোকায় কাটা = পোকায় কাটা
তেলে ভাজা = তেলেভাজা
কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
হাতে বোনা = হাতে বোনা
বাপে তাড়ানো = বাপে তাড়ানো

পাঠ ৫ বহুব্রীহি সমাস

উদ্দেশ্য
এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বহুব্রীহি সমাসের নানা বিষয় ও শ্রেণী সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলোর অর্থাৎ পূর্বপদ ও পরপদের প্রাধান্য থাকে না বরং উভয় পদ মিলে তৃতীয় একটি অর্থের ইঙ্গিত করে থাকে। বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে 'যার', যাকে, যাতে, যে, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে প্রায়শ ব্যবহৃত হয় 'যার'। যথা–

মহান আত্মা যার = মহাত্মা (কোন ব্যক্তি)
সু (সুন্দর) শ্রী যার = সুশ্রী (বালক)
কালো বরণ (বর্ণ) যার = কালোবরণ (গাই)
বীণা পাণিতে যার = বীণাপানি (সরস্বতী)
নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ (শিল)

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে সমাস নিষ্পন্ন পদটি তৃতীয় কোন কিছু বুঝিয়েছে। সুতরাং বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

পূর্বপদ বা পরপদের প্রাধান্য না থেকে যে সমাসের সমাসবদ্ধ পদ তৃতীয় কোন অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

বহুব্রীহি সমাসের কিছু নিয়ম

১. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ প্রায়শ বিশেষণ হয়, তবে বিশেষ্যও হতে পারে। যেমন–
লাল (রক্ত বর্ণের) চোখ যার = লাল চোখ (পূর্বপদ বিশেষণ)
মন মরা যার = মনমরা (পূর্বপদ বিশেষ্য)

২. বহুব্রীহি সমাসের সমাসবদ্ধ পদটি সাধারণত বিশেষণ হয়, তবে তা বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যথা–
মুখ পোড়া যার = মুখপোড়া।

৩. আ-কারান্ত স্ত্রী বাচক শব্দ সমস্ত পদে অকারান্ত হয়। যেমন–
ধীর গতি যার = ধীরগতি
স্থিরা বুদ্ধি যার = স্থির বুদ্ধি
চঞ্চল মতি যার = চঞ্চলমতি

৪. স্ত্রীবাচক সমস্ত পদে 'আ' বা 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়–
আয়ত লোচন যার (যে স্ত্রীলোকের) = আয়তলোচন
স্বচ্ছ সলিল যার (যে নদীর) = স্বচ্ছ সলিলা
শস্য শ্যামল যার (যে দেশের) = শস্যশ্যামলা
নীল বসন যার (যে স্ত্রীলোকের) = নীলবসনা
কোকিলের মতো কণ্ঠ যার (যে নারীর) = কোকিলকণ্ঠী
বিড়ালের মতো চোখ যার (যে রমনীর) = বিড়ালচোখী

৫. বহুব্রীহি সমাসে কখনো কখনো 'সহ' বা সহিত' ও সমাস-এর জায়গায় 'স' মহৎ' বা মহানের জায়গায় 'মহা' এবং কু এর জায়গায় 'ক'দ' হয় যেমন–
জলের সহিত বর্তমান = সজল
বান্ধবের সহিত বর্তমান = সবান্ধব
পরিবারের সহিত বর্তমান = সপরিবার
সমান উদর যার = সহোদর
সমান তীর্থ যার = সতীর্থ
মহান আশয় যার = মহাশয়
মহৎ বল যার = মহাবল
কু আকার যার = কদাকার
কু অর্থ যার = কদর্থ

৬. পরপদ 'ঈ'-কারান্ত বা 'ঋ'-কারান্ত স্ত্রীবাচন বলে সমস্ত পদে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন–
বি (বিগত)পত্নী যার = বিপত্নীক
স্ত্রী সঙ্গে বর্তমান যে = সস্ত্রীক
নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক

৭. বহুব্রীহি সমাসের সমাস নিষ্পন্ন শব্দে 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থানে 'নাভ' হয়। যথা–

কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ
বিশাল অক্ষি যার = বিশালাক্ষ
পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ
ঊর্ণা নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ

৮. বহুব্রীহি সমাসের সমাস নিষ্পন্ন পদে 'জায়া' শব্দের বদলে জানি হয়।
যুবতী জায়া যার = যুবজানি
প্রিয় জায়া যার = প্রিয়জানি

৯. কখনো কখনো পরপদের 'গন্ধ' শব্দ সমস্ত পদে 'গন্ধি' হয় কখনো 'গন্ধ' হয়। যেমন–
সু গন্ধ যার = সগন্ধি
পদ্ম গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি
মৎস্য গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা

১০. পর পদের 'আ' কার সমস্ত পদে 'অ' কার হয়, অথবা পূর্ব পদের 'অ' কার সমস্ত পদে আ-কার হয়। যথা–
চন্দ্র চূড়াতে যার = চন্দ্রচূড়
বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা
বিশ্ব মিত্র যার = বিশ্বামিত্র

নানা রকম বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের নানা ধরণ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী এগুলোর নামকরণও হয়েছে। এভাবে আট রকমের বহুব্রীহি দেখা যায়। যথা–

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঘ) নঞ বহুব্রীহি
ঙ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
চ) অলুক বহুব্রীহি
ছ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
জ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

এগুলোর সংজ্ঞা ও পরিচয় দেওয়া হল –

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয়ে যে সমাস হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। প্রকৃত পক্ষে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাস।

মন্দ ভাগ্য যার = মন্দভাগ্য
বদ নসীব যার = বদনসীব
হৃত সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব
হত শ্রী যার = হতশ্রী
পীত অম্বর যার = পীতাম্বর

খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য হয়ে যে সমাস গঠিত হয় তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। অর্থাৎ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হল বিশেষ্য ও বিশেষ্যের সমাস।

আশীতে বিষ যার = আশীবিষ

শল পানিতে যার = শলপানি

পেট সর্বস্ব যার = পেটসর্বস্ব

গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি

যে সমাসে একই ক্রিয়া করা বুঝায় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–

কানে কানে যে কথা = কানাকানি

কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি

লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘর্ষ = লাঠালাঠি

দেখে দেখে যে কাজ = দেখাদেখি

চুলে চুলে ধরে যে ঝগড়া = চুলোচুলি

ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

ব্যাসবাক্যের মধ্য পদলোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন–

গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁফখেজুরে

হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ

সাত বছর বয়স যার = সাতবছুরে

ঙ) নঞ বহুব্রীহি

নঞ অর্থাৎ না-বোধক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–

নি (নেই) ভুল যাতে = নির্ভুল

বে (নেই) হায়া যার = বেহায়া

ন (নেই) অন্ত যার = অনন্ত

বে (নেই) পরোয়া যার = বেপরোয়া

নি (নেই) উপায় যার = নিরুপায়

চ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি

সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে যে সমাস হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি বলে। সাধিত শব্দটি বিশেষণ হয়। যথা–

ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো

এক দিকে চোখ যার = এক চোখা

ঊন (কম) পাঁজর যার = ঊনপাঁজুরে

দুটি তল যে গৃহে = দোতলা

ছ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়ে যে সমাসবদ্ধ পদ হয় এবং যা মূলত বিশেষণ বোঝায় তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা–

চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা
তে (তিন) পায়া যার = তেপায়া
পাঁচ গজ পরিমাণ যার = পাঁচগজী
পাঁচ সের পরিমাণ আছে যাতে = পসুরি

কখনো সমস্ত পদ বিশেষ্যও হতে পারে। যেমম–

সে (তিন) তার যে যন্ত্রের = সেতার

জ) অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে বিভক্তির লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–

হাতে ছড়ি যার = হাতেছড়ি
মাথায় পাগড়ী যার = মাথায়পাগড়ী
মুখে ভাত যার = মুখেভাত

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে বহুব্রীহি সমাস প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

১. বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে?
২. বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যক প্রকারের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৩. ব্যতিহার, সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা দিন।
৪. নিম্নোক্ত সমাস নিষ্পন্ন পদগুলো ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ
খোশ দিল, নীলকণ্ঠ, হাতাহাতি, বদমেজাজী, অজ্ঞান।

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের চতুর্থী ‘কে’ বিভক্তি এবং ‘নিমিত্ত’, ‘জন্য’, ‘তরে’ ইত্যাদি অনুসর্গ লোপ পেয়ে পর পদের সঙ্গে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ বলে।

গুরুকে বক্তি = গুরুভক্তি
দেবকে দত্ত = দেবদত্ত

এতিমের জন্য খানা = এতিমখানা
অনাথের জন্য আশ্রম = অনাথ আশ্রম
আরামের তরে কেদারা = আরামকেদারা
হজের নিমিত্তে যাত্রা = হজযাত্রা
রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর
রণের জন্য সজ্জা = রণসজ্জা
বিয়ের নিমিত্তে পাগলা = বিয়েপাগলা
নামাজের জন্য জায় বা স্থান = জায়নামাজ
পীরের নিমিত্তে 'উত্তর' (নিষ্কর জমি) = পীরোত্তর
বালিকার জন্য বিদ্যালয় = বালিকাবিদ্যালয়

এইভাবে জীয়ন-কাঠি, শিশু সাহিত্য, বসতবাড়ি, ছাত্রাবাস, চিড়িয়াখানা, যুদ্ধযাত্রা, ডাক মাশুল, মুসাফির খানা, চোষ কাগজ, শয়ন-গৃহ ইত্যাদি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে।

'হতে' বা 'থেকে' অনুসর্গ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চ্যুত, জাত, আগত, বিরত, মুক্ত, পালানো ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পূর্বপদের মিলনে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়। যেমন,
বৃন্ত হতে চ্যুত = বৃন্তচ্যুত
আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া
বিদেশ থেকে আগত = বিদেশাগত
দুগ্ধ থেকে জাত = দুগ্ধ জাত
বিপদ হতে মুক্ত = বিপদমুক্ত
স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো
খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচা ছাড়া
স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট
লোক হতে ভয় = লোকভয়
জেল হতে খালাস = জেল খালাস
আদি থেকে অন্ত = আদ্যন্ত
ঋণ হতে মুক্ত = ঋণমুক্ত
বোঁটা হতে আলগা = বোঁটা আলগা

এইভাবে পদচ্যুত, চাকভাঙ্গা, বিলাত ফেরত, সর্পভয়, শাপমুক্ত, হাটভাঙ্গা, অগ্নিভয়, পাপমুক্ত ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

পূর্বপদের 'র' 'এর' সম্বন্ধসূচক ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন
ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত
চায়ের বাগান = চা বাগান
বটের তলা = বটতলা
আমের গাছ = আম গাছ
ফুলের বাগান = ফুল বাগান
দেশের সেবা = দেশ সেবা
পরের অধীন = পরাধীন
নয়নের মণি = নয়নমণি
ভাইয়ের পো (পুত্র) ভাইপো
এইভাবে বাঁশঝাড়, কলমদানী, খেয়াঘাট, কুকুরছানা, হাতঘড়ি, গাছতলা, রেলগাড়ি, পাটকাঠি ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গঠনের বিশেষ নিয়ম

১. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজার স্থানে রাজ এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা পিতৃ, মাতৃ, ও ভাতৃ-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন,

রাজার পুত্র = রাজপুত্র
বঙ্গের রাজা = বঙ্গরাজ
পিতার স্নেহ = পিতৃস্নেহ
মাতার সেবা = মাতৃসেবা
ভ্রাতার স্নোহ = ভ্রাতৃস্নেহ
রাজার কুমারী = রাজকুমারী
অনেক সময় 'রাজা' শব্দ পূর্বে আসে এবং 'রাজা'র 'আ' বিভক্তি লুপ্ত হয়। যেমন,
হংসের রাজা = রাজহংস
পথের রাজা = রাজপথ

২. 'ঘোড়া' শব্দের সঙ্গে যুক্ত 'র' বিভক্তির লোপ এবং 'ঘোড়া'র 'আ' কারেরও লোপ দেখা যায়।
ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়
ঘোড়ার সওয়ার = ঘোড়সওয়ার

৩. 'ডিম্ব', 'দুগ্ধ', শিশু ইত্যাদি শব্দ পর পদ রূপে ব্যবহৃত হলে, স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক বাচক হয়। যেমন,
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
হংসীর ডিম্ব = হংস ডিম্ব
পক্ষিনীর শাষক = পক্ষিশাবক
মৃগীর শিশু = মৃগশিশু

৪. সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাসে 'মাঝ' শব্দ আগে আসে। যেমন,
দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া
পথের মাঝ = মাঝপথ
রাতের মাঝ = মাঝরাত

৫. কালবাচক পদের সঙ্গে কালের কোন অংশের সমাস হলে সমাসবদ্ধ পদে পরপর আগে আসে। যেমন
অহ্নের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন
রাত্রির পূর্বভাগ = পূর্বরাত্রি।

'অর্ধ' উত্তরপদও আগে আসে
পথের অর্ধ = অর্ধপথ
চন্দ্রের অর্ধ = অর্ধচন্দ্র

৬. সহ, তুল্য, সম, প্রায়, প্রতিম ইত্যাদি পরপদ হলে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যেমন
কন্যার সহ = কন্যাসহ
মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য
মৃতের প্রায় = মৃতপ্রায়
রত্নের রাজি = রত্নরাজি
পিতার সম = পিতৃসম
ভ্রাতার প্রতিম = ভ্রাতৃপ্রতিম

৭. বৃন্দ, গণ, যূথ, রাজি, বৃন্দ, গ্রাম ইত্যাদি পরপদ হলে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যেমন,
ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ
জনের গণ = জনগণ
ভগিনীর গণ = ভগিনীগণ
বৃক্ষের রাজি = বৃক্ষরাজি
হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ
গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

সমাস নিষ্পন্ন পদে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের বিভক্তির লোপ না হলে অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন,

মাটির মানুষ, টাকার কুমীর, চোখের বালি, সাপের পা, মনের মানুষ, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের এ, য়, তে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন,

ঘরে পাতা = ঘরপাতা
বস্তায় পচা = বস্তাপচা
গাছে পাকা = গাছপাকা
সাহিত্যে বিশারদ = সাহিত্যবিশারদ
বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত
রাতে কানা = রাত কানা
পুঁথিতে গত = পুঁথিগত
জলে মগ্ন = জলমগ্ন

ইরেজিতে শিক্ষিত = ইংরেজিশিক্ষিত
দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
বনে বাস = বনবাস
গলায় ভরা = গলা ভরা
মনে মরা = মন মরা

এইরূপ গালভরা, লিস্টিভুক্ত, অধ্যয়নরত, বাকপটু, তালকানা, দানবীর, রণদক্ষ, কর্মদক্ষ, ভোজনপটু, সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

কখনো কখনো সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ পরে যায় যেমন-
পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব
পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

নঞ্ অব্যয় (না, নাই, নয) পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের যোগে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে।

গঠনের বিশেষ নিয়ম ঃ স্বরবর্ণ পরে থাকলে ন স্থানে 'অন' এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে ন-স্থানে 'অ' হয়।
যেমন-
ন আদর = অনাদর
ন কাতর = অকাতর
ন অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ
ন ভাব = অভাব
ন অতি বৃহৎ = নাতিবৃহৎ
ন আদায় = অনাদায়
ন ঐক্য = অনৈক্য
ন কাজ = অকাজ
ন ইষ্ট = অনিষ্ট
ন উর্বর = অনুর্বর
কখনো কখনো 'নাই' অর্থে 'নি', নয় অর্থে 'না' হয়। 'নাই' অর্থে 'বে', গর' ইত্যাদি ফারসি অব্যয়েরও ব্যবহার রয়েছে।

নাই খোঁজ = নিখোঁজ
নাই আদব = বেআদব
নাই লাজ = নিলাজ
নয় হাজির = গরহাজির
নয় পছন্দ = না পছন্দ

অনেক সময় 'ন' স্থানে 'অ' এর বদলে 'আ' হয়, 'অনা'ও হয়
ন মঞ্জুর = নামঞ্জুর
ন কাল = আকাল
ন ধোয়া = আধোয়া

ন আবাদী = অনাবাদী
ন সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি>অনাছিষ্টি

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

উপপদের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বা কৃদন্ত শব্দের আগে যে পদ থাকে তাকে উপপদ বলা হয়। যেমন ধর্+আ = 'ধরা', ধরা কৃদন্ত শব্দ। এখন 'ধরা'র আগে যদি 'ছেলে' বসে তাহলে তাকে বলা হবে উপপদ। উপপদের আর কৃদন্ত শব্দের মিলনে যে সমাস গঠিত হয় তা-ই উপপদ তৎপুরুষ সমাস। উদাহরণ

ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা

পকেট মারে যে = পকেটমার

ছা পোষে যে = ছাপোষা

পোঁ ধরে যে = পোঁ ধরা

যাদু করে যে = যাদুকর

এইভাবে বাজিকর, হালুইকর, ধামাধরা, হরবোলা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে পাঠের সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন।

১. তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা দিন।
২. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক তৎপুরুষ সমাসের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৩. দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা লিখুন।
৪. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গঠনের বিশেষ নিয়মগুলি লিখুন।
৫. নঞ তৎপুরুষ সমাসের গঠন বৈশিষ্ট্য দেখান।
৬. উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দিন।
৭. ব্যাস বাক্য লিখুন ঃ

আপন ভোলা, সংখ্যাতীত, মরণাপন্ন, দ্রুতগামী, ঘি-ভাজা, কালিমাখা, শোকাকুল, দোষযুক্ত, জীয়নকাঠি, পাঠশালা, লণ্ডনফেরত, মাঝখান, পারশ্য-রাজ, ছাত্রবৃন্দ, রাজপুরুষ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন-ভোজন, অশ্রুতপূর্ব, রাতচরা, নগণ্য, অসাধু, জলচর, ইন্দ্রজিৎ।

পাঠ ৬ ঃ দ্বিগু সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- দ্বিগু সমাসের পরিচয় ও সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- দ্বিগু সমাস গঠনের নিয়ম জানতে পারবেন।

সংজ্ঞা

সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

দ্বিগু সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন,
ত্রি(তিন) ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ
ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন
ত্রি (তিন) কালের সমাহার = ত্রিকাল
ত্রি (তিন) লোকের সমাহার = ত্রিলোক
চৌ (চার) রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা
তিন মাথার মিলন = তেমাথা
চতু: (চার) মাথার মিলন = চৌমাথা
পঞ্চ ভুতের সমাহার = পঞ্চভূত
ষড় রিপুর সমাহার = ষড় রিপু
অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু
সাত সমুদ্রের সমাহার = সাত সমুদ্র
নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন
দশ চক্রের সমষ্টি = দশচক্র
তের নদীর সমষ্টি = তেরনদী

দ্বিগু সমাসের সমাসবদ্ধ পদে কখনো কখনো ঈ বা আ যুক্ত হয়। যেমন,
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রিফলা
ত্রি (তিন) নয়নের সমাহার = ত্রিনয়নী
ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী
দুই আনার সমাহার = দুয়ানি

কিন্তু, পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ (পঞ্চনদী নয়)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং উদাহরণ লিখুন।
২. কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দ্বিগু সমাস গঠনের পরিচয় দিন।

পাঠ ৭ ঃ অব্যয়ীভাব সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানবেন।
- অব্যয়ীভাব সমাসের দ্বারা গঠিত বিচিত্র শব্দের পরিচয় জানবেন।

পাঠটি ভালো করে পড়ুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

সংজ্ঞা

যে সমাসের সমস্যমান পদ দুটির পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং সমাসবদ্ধ পদে অব্যয়েরই প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাসে রীতিমত ব্যাসবাক্য নেই। সে জন্য অন্য শব্দের (অব্যয়ের) সাহায্যে এই সমাসের সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বুঝে নিতে হয়।

'বর্ণের সদৃশ' এই ব্যাসবাক্যের সমাসবদ্ধ পদ 'উপবন'। 'সদৃশের' অব্যয় রূপ 'উপ'। এই অব্যয় রূপটিই সমাসবদ্ধ পদে অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমন- সাপীপ্য, সাদৃশ্য, পর্যন্ত, অভাব, পৌনঃপুনিকতা, যোগ্যতা, অনতিক্রম্যতা, পশ্চাৎ প্রভৃতি বিভিন্ন তাৎপর্যে এই সমাস গঠিত হয়।

১) সামীপ্য [উপ] – কূলের সমীপে = উপকূল
কণ্ঠের নিকট = উপকণ্ঠ

২) সাদৃশ্য [উপ] – গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ
নগরের সদৃশ = উপনগর

৩)পর্যন্ত [আ] – জানু পর্যন্ত = আজানু
গুল্‌ফ পর্যন্ত = আগুল্ফ
পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক

৪) অভাব [নির, দুর, গর] – জনের অভাব = নির্জন
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
মিলের অভাব = গরমিল

৫) পৌন:পুনিকতা ঘরঘর = প্রতিঘর

(অনু বা প্রতি, ফি, হর ইত্যাদি)	রোজ রোজ = হররোজ
	বছর বছর = ফি বছর
	ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ
৬) অনতিক্রম্যতা (যথা)	রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
	ইষ্টকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট
	সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য
৭) অতিক্রান্ত (উৎ)	বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
	বেগকে অতিক্রান্ত = উদ্বেগ
	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল
৮) যোগ্যতা (অনু বা অ)	রূপের যোগ্য = অনুরূপ
	জ্ঞানের যোগ্য = অভিজ্ঞ
৯) পশ্চাৎ (অনু)	পশ্চাৎ গমন = অনুগমন
	পশ্চাৎ শোচনা = অনুশোচনা
১০) বিরোধ (প্রতি)	বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল
	বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ
১১) ঈষৎ (আ)	ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম
	ঈষৎ নত = আনত
১২) ছোট অর্থে (উপ)	ছোট নদী = উপনদী
	ছোট পরিচালক = উপ পরিচালক
১৩) সম্মুখ অর্থে (প্রতি)	অক্ষির সম্মুখ = প্রত্যক্ষ
১৪) দূরবর্তিতা অর্থে (পর)	অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ
১৫) পূর্ণতা অর্থে (পরি বা সম্)	সমগ্র পূর্ণ = পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ
১৬) প্রতিনিধিত্ব অর্থে (প্রতি)	ছবির প্রতিনিধি = প্রতিচ্ছবি
	মূর্তির প্রতিনিধি = প্রতিমূর্তি
১৭) প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থে (প্রতি)	বিরুদ্ধ পক্ষ = প্রতিপক্ষ
	পাল্টা উত্তর = প্রত্যুত্তর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি উদাহরণ দিন।

২. অব্যয়ীভাব সমাস গঠনের নিয়ম লিখুন এবং উদাহরণ দিন।

৩. নিম্নলিখিত ব্যাস বাক্যগুলোর সমাসবদ্ধ পদ লিখুন

জন জন, উৎসাহের অভাব, কণ্ঠ পর্যন্ত, মরণ পর্যন্ত, বিধিকে অতিক্রম না করে, ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে, শহরের সদৃশ, অক্ষির অগোচর, জানু পর্যন্ত লম্বিত, দ্বীপের সদৃশ।

পদ প্রকরণ

ইউনিট ৯

ভূমিকা

আমরা জানি যখন শব্দসমষ্টি একটি বিশেষ নিয়মে পাশাপাশি বসে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বলে। বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক তৈরি করার জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। যেহেতু বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে বিভক্তি যুক্ত থাকে, তাই বিভক্তিযুক্ত শব্দকেও পদ বলা হয়ে থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে ধারণাটি আরও স্বচ্ছ ও বোধগম্য হবে।

রহিম স্কুলে যাইতেছে।

রহিম+০ স্কুল+এ যাইতেছে।

রহিম এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ০ বিভক্তি। স্কুল-এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

মনে আছে আপনাদের শব্দ ও ধাতুর পরে যে বর্ণ/বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাকেই বিভক্তি বলে। বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত সব পদেই কিন্তু বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দেখা যায় না। তবে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে ০ বিভক্তি আছে। তাই বলা হয় বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বিভক্তিযুক্ত। আর এজন্যই এগুলো শব্দ নয়- পদ।

বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।

পদ পাঁচ প্রকার। যথা– বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়। এ পদগুলোর বৈশিষ্ট্য আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা কেবল ৫টি পদের নাম জেনে রাখব।

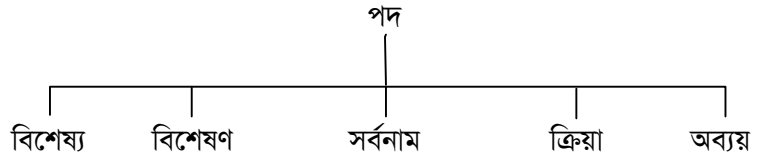

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের বাক্যগুলোতে পদের সঙ্গে যে বিভক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা আলাদা করে লিখুন।

পদ কাকে বলে লিখুন

এখানে উত্তর লিখুন ----------

শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি?

এখানে লিখুন----------

বিভক্তি কি? ----------

পদ কত প্রকার ও কি কি? ----------

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিশেষ্য পদ কাকে বলে লিখতে পারবেন।
- বিশেষ্য পদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

যে পদ দিয়ে কোন কিছুর নাম বোঝায় তাকেই বিশেষ্য পদ বলে। এ নাম কোন বস্তু, জাতি, স্থান, কাজ, গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তাহলে বিশেষ্যপদের সংজ্ঞার্থ আমরা এভাবে করতে পারি।

কোন কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। এগুলো হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামকবাচক বিশেষ্য, জাতিবাচক বিশেষ্য, বস্তু বাচক বিশেষ্য, ভাববাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য। নিচের ছকটি ভালভাবে মনে রাখুন–

সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান ভৌগোলিক পরিচিতি, গ্রন্থের নাম ইত্যাদি বুঝায় তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন–

ব্যক্তি– রহিম, আলিম, তনু, সাইকেল

স্থান – ঢাকা, কলকাতা, মক্কা, লণ্ডন

ভৌগোলিক পরিচিতিমূলক – হিমালয়, মেঘনা, মহানন্দা, বঙ্গোপসাগর

গুণবাচক বিশেষ

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোন বস্তুর গুণ বা দোষের নাম বোঝায়, তাকেই গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– তরল দ্রব্যের গুণ- তারল্য, মধুর বস্তুর গুণ – মধুরতা, বীরের গুণ-বীরত্ব ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য পদে কোন বস্তুর গুণ অথবা দোষ প্রকাশিত হয় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।

গ্রন্থের নাম – সোনার তরী, অগ্নিবীণা, নকসী কাঁথার মাঠ, দেশেবিদেশে

জাতিবাচক বিশেষ্য ঃ যে পদ দ্বারা এক জাতীয় প্রাণী অথবা একই শ্রেণীর পদার্থের নাম বুঝায় তাকে বলে জাতিবাচক বিশেষ্য। কেমন গরু, ছাগল, পাখি, মানুষ, ইংরেজ, ফরাসি, পর্বত, মরুভূমি,হ্রদ।

মনে রাখুন

বস্তুবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা বস্তুবাচক পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। এ বস্তুবাচক পদার্থের পরিমাণ করা যায়, কিন্তু গণনা করা যায় না। যথা– চাল, ডাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

যে পদে ব্যক্তি অথবা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ বলে। যেমন– দল, সভা, জনতা, বহর, ঝাঁক ইত্যাদি।

ভাববাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার ভাব প্রকাশিত হয় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– 'গমন। গমন ভাববাচক বিশেষ এজন্য যে এতে যাওয়ার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এরকম আরও উদাহরণ দর্শন, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন

১। বিশেষ্যপদ কাকে বলে?

উত্তর ----------
---------- .

২। বিশেষ্য পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? নামগুলো লিখুন।

উত্তর ----------
---------- .

৩। নামবাচক বিশেষ্যপদের ৫টি উদাহরণ দিন।

১) ---------- ২) ---------- ৩) --------- ৪) --------- ৫) -------

৪। জাতিবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? তিনটি উদাহরণ দিন

উত্তর ----------
---------- .

৫। বস্তুবাচক বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা লিখুন ও ৩টি উদাহরণ দিন

৬। সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদের সংজ্ঞা লিখুন ও ৩টি উদাহরণ দিন

৭। ভাববাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? ৩টি উদাহরণসহ লিখুন।

৮। গুণবাচক বিশেষ্যপদের সংজ্ঞা লিখুন ও উদাহরণ দিন।

৯। নিচের বিশেষ্যপদগুলি কোন প্রকারের লিখুন

রাজশাহী	সুখ	দুধ	মানুষ	ক্ষমা	শয়ন
নায়েগ্রা	মাছ	চিনি	শৈত্য	কাল্লোল	ভদ্রতা
বর্গ	তেল	সিলেট	মন্ডলী	বানর	
সিংহ	শ্রেণী				

বিশেষণ

বাক্যের কোন কোন পদকে আমরা বিশেষিত করি। যেমন ধরা যাক– পাকা আম ও গভীর রাত্রি – এই দুটি বাক্য। এখানে 'আম' পদটিকে 'পাকা' ও 'রাত্রি' পদটিকে 'গভীর' পদদ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'পাকা' ও গভীর পদ দুটি 'আম ও রাত্রি পদ দুটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। যে পদ বা পদগুলো বাক্যের অন্যপদকে এরকম বিশিষ্টতা দান করে অথবা বিশেষিত করে তাকেই বলে বিশেষণ। তাহলে বিশেষণ পদের সংজ্ঞা এভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি–

বাক্যের কোন পদের গুণ, দোষ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম, ইত্যাদি বোঝানর জন্য যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে বিশেষণ।

বিশেষণকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) নাম বিশেষণ, ও (২) ভাব বিশেষণ।

নাম বিশেষণ

যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে, নাম বিশেষণ বলে। আমরা দুটি বাক্য লক্ষ্য করি– অতল সমুদ্র, বুদ্ধিমান ছেলে। এ বাক্যদুটিতে সমুদ্র ও ছেলে বিশেষ্যপদ। এপদ দুটিকে বিশেষিত করেছে যথাক্রমে অতল ও বুদ্ধিমান। এ পদদুটিকে (অতল ও বুদ্ধিমান) আমরা বলবো বিশেষ্যের বিশেষণ।

সর্বনামের বিশেষণ ঃ আমরা দুটি বাক্য লক্ষ্য করি

১) সে রূপবাণ বটে তবে গুণহীন

২) তারা অনভিজ্ঞ

প্রথম বাক্যে 'সে' ও দ্বিতীয় বাক্যে তারা সর্বনামপদ। এ পদদুটিকে বিশেষিত করেছে 'রূপবান' ও গুণহীন এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষিত করেছে 'অনভিজ্ঞ বিশেষণটি। তাহলে আমরা বলতে পারি সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ দোষ, গুণ, অবস্থান, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে যে বিশেষণ, তাই সর্বনামের বিশেষণ।

নাম বিশেষণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. গুণ বা বৈশিষ্ট্যবাচক
২. পরিমাণ বা মাত্রাবাচক
৩. সংখ্যাক্রম বা পূরণবাচক
৪. বর্ণবাচক
৫. উপাদানবাচক
৬. প্রশ্নাক্ষ
৭. সম্বন্ধ বাচক

১. **গুণ বা বৈশিষ্ট্যবাচক ঃ** সুন্দর ফুল, বুদ্ধিমতী মেয়ে, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, দক্ষ বাজিকর, গরম চা।

২. **উপাদানবাচক ঃ** স্বর্ণময় পাত্র, মেটে কলসী

৩. **সংখ্যা বা পরিমাণবাচক ঃ** লাখ টাকা, পাঁচ হাত, দশ জন, এক বিঘা জমি, বহু লোক।

৪. পূরণ বা ক্রমবাচক ঃ প্রথম শ্রেণী, তৃতীয় প্রহর, পয়লা আষাঢ়।

৫. **সর্বনামজাত বিশেষণ ঃ** এই ব্যক্তি, ওই ছেলে, কোন্ ভাবুক।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত বিশেষণ

ক্রিয়াজাত – হারানো সম্পত্তি

অব্যয়জাত – হঠাৎ বড়লোক

সর্বনামজাত – কবেকার কথা

সমাসজাত – চৌচালা ঘর

বীপ্সামূলক - হাসিহাসি

অনুকার অব্যয়জাত – কনকনে শীত

ভাববিশেষণ

বিশেষণ পদ অনেক সময় বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদকেও বিশেষিত করতে পারে। এ ধরনের বিশেষণ পদকে ভাব-বিশেষণ বলে। তাহলে ভাব বিশেষণের সংজ্ঞা আমরা এ ভাবে নির্ধারণ করতে পারি–

যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই ভাব বিশেষণ।

ভাববিশেষণ তিন প্রকার। যথা– (১) ক্রিয়া বিশেষণ, ২) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, (৩) অব্যয়ের বিশেষণ।

১) ক্রিয়া বিশেষণ ঃ যে বিশেষণ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয় বা ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন– বেগে ধায়, পরে এসো ইত্যাদি।

২) বিশেষণীয় বিশেষণ ঃ যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে।

নাম- বিশেষণের বিশেষণ

ক্রিয়া - বিশেষণের বিশেষণ

৩) অব্যয়ের বিশেষণ ঃ যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

যথা–

৪) বাক্যের বিশেষণ ঃ

বিশেষণের অতিশায়ন–

বিশেষণ পদ যখন দুই বা তার চেয়ে বেশী পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, আয়তন প্রভৃতি বিষয়ের তুলনায় একটির উৎকর্ষ, অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম।

১। খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়ন ঃ

খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনা হলে, চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি

খ. বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান

বহুর মধ্যে অতিশায়ন – অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ, অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়।

সর্বনাম

সর্বনাম শব্দের অর্থ সর্ব বা সবকিছুর নাম। অর্থাৎ নামের পরিবর্তে যা ব্যবহার হয়, তাই সর্বনাম। আমরা জানি যে কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। সর্বনাম, বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।

নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করুন।

রহিম ভাল ছেলে, সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।

নিম্নরেখ 'সে' পদটি 'রহিম'কে প্রতিনিধিত্ব করছে। 'রহিম' একটি ছেলের নাম তার পরিবর্তে 'সে' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' পদটিকে আমরা সর্বনাম বলব। এ পদের ব্যবহার দ্বারা একই পদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায় ও এতে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সর্বনাম পদের সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করতে পারি–

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম বলে।

শ্রেণী বিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো এরকম–

১. **ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক** – আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাহারা, তারা, তিনি, ইত্যাদি।

২. **আত্মবাচক** – স্বয়ং, খোদ, নিজ

৩. **সামীপ্যবাচক** – এ, এই, এরা

৪. **দূরত্ববাচক** – ঐ, ঐসব

৫. **প্রশ্নবাচক** – কে, কি, কোন, কাহার, কার

৬. **সাকুল্যবাচক** – সব, সকল, সমুদয়

৭. **অনির্দিষ্টবাচক** – কোন, কেহ, কেউ, কিছু

৮. **ব্যতিহারিক** – আপনা-আপনি, নিজে-নিজে

৯. **সংযোগজ্ঞাপক** – যে, যিনি, যারা

১০. **অন্যাদিবাচক** – অন্য, অপর, পর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন

প্রশ্ন ঃ 'সর্বনাম' শব্দটির সাধারণ অর্থ কি?

উত্তর ----------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কি একটি পদ?

উত্তর ----------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কোন পদের পরিবর্তে বসে?

উত্তর ঃ ----------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কিসের ব্যবহার রোধ করে?

উত্তর ----------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম পদের সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর ----------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম পদের একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর ----------

নিচের সর্বনাম পদগুলো সনাক্ত করুন ও এগুলোর নিচে দাগ দিন।

১. তারা কাল দেখা করেছে।
২. সব কেনাকাটা শেষ হয়েছে।
৩. উনি বুঝি আসেননি
৪. এরা কোথা থেকে আসছেন?
৫. কেউ কেউ বলে
৬. অধীনের বিনীত নিবেদন
৭. যে যে যাবে, তারা এসো।

পাঠ ৩ ঃ ক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ক্রিয়াপদের একটি সংজ্ঞার্থ রচনা করতে পারবেন।
- ক্রিয়াপদকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- ক্রিয়ার কাল সনাক্ত করতে পারবেন।

আমরা কথা বলার সময়, লক্ষ্য করে দেখবেন, আমরা সব সময়ই কিছু হওয়া, কিছু করা, কিছু ঘটা ইত্যাদি বলে থাকি। আমরা যখন বলি 'সে পড়ছে'। তখন পড়ছে পদটি দিয়ে কোন কিছু করাকে বুঝি অথবা 'সে যায়'- যায় পদটি দিয়ে বিশেষ একটি কাজ করাকে বুঝায়। এই যে, কিছু হওয়া, কিছু করা, থাকা, খাওয়া, ঘটা ইত্যাদি। যে পদগুলো দিয়ে বোঝায়, তাকে বলে ক্রিয়াপদ। এ ক্রিয়াপদের সাহায্যে কোন কালের, কোন ভাবের নানা প্রকারের ক্রিয়া ঘটার কথা বুঝিয়ে থাকে। তাহলে যদি আমরা ক্রিয়াপদের সংজ্ঞার্থ তৈরি করি, তাহলে তা হবে এরকম–

যে পদ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায় তাকেই বলে ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়ার মূল হচ্ছে ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। "সে পড়ে" বাক্যটিতে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি (কারণ এতে একটি কাজ হওয়া বোঝাচ্ছে) পড় ধাতুর সঙ্গে এ বিভক্তি (পড়+এ = পড়ে) যুক্ত হয়ে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

নিচের বাক্য দুটি ভাল করে লক্ষ্য করুন–

ক) ছেলেরা মাঠে খেলা করছে।

খ) সকালে আমরা হাতমুখ ধুয়ে ....

প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'করছে' পদটি দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়াপদ 'ধুয়ে' পদটি দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য 'ধুয়ে' পদের পরে আরও কিছু পদ যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যদি 'ধুয়ে' পদের পরে 'পড়তে বসি' পদ দুটি যুক্ত করি তবে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় আর কোন কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায়, তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া। আর যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না, তাকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া – মনোভাব সম্পূর্ণতা পায়

অসমাপিকা ক্রিয়া – মনোভাব সম্পূর্ণতা পায় না।

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়াকে কি বা কাকে প্রশ্ন করলে ক্রিয়ার কর্মপদ পাওয়া যায়। সে বই পড়ে। বাক্যটিতে কি পড়ে? প্রশ্ন করলে উত্তর হবে 'বই'। 'বই' পদটি কর্মপদ। তাই আলোচ্য বাক্যের 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি সকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে না। যেমন- সে হাসে। ক্রিয়াকে কি হাসে বা কাকে হাসে, প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এতে কোন কর্মপদ নেই। আলোচ্য বাক্যের 'হাসে' ক্রিয়াপদটি তাই অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন– শিক্ষক ছেলেদের বাংলা পড়ান। এ বাক্যে বাংলা মুখ্য বা প্রধান কর্ম ও 'ছেলেদের' গৌণ কর্ম। বাক্যটিতে 'পড়ান' তাই দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

ক্রিয়ার কাল

এর আগে আমরা জেনেছি–কিছু হওয়া, ঘটা ইত্যাদিই ক্রিয়া। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, ঘটা সবগুলোরই একটি কাল নির্দেশ করা থাকে। নিচের বাক্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন–

বুলু প্রতিদিন স্কুলে যায়।
তনিমা সকালে পড়িত।
আবুল বাজারে যাবে।

প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'যায়' দিয়ে বর্তমান কালের ঘটনা বুঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'পড়িত' পদ দিয়ে অতীত কাল বুঝাচ্ছে। তৃতীয় বাক্যে 'যাবে' ক্রিয়াপদ দিয়ে ভবিষ্যত কালের কথা বোঝান হচ্ছে। বাক্যগুলোতে আরও দেখা যাবে তিনটি বাক্যের তিনটি ক্রিয়া পদ তিনটি কাল, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালকে বুঝাচ্ছে। সময়ের এ বোধকেই বলে ক্রিয়ার কাল। ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিনটি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল।

বর্তমান কাল

কোন কাজ বর্তমানে হয়, হচ্ছে, হয়ে থাকে বুঝালে বর্তমান কাল হয়। যেমন– করিম যায়। মিলন পড়িতেছে।

সময়ের ভিন্নতা অনুযায়ী বর্তমান কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

ক) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান
খ) ঘটমান বর্তমান
গ) পুরাঘটিত বর্তমান।

সাধারণ বা নিত্য বর্তমান– অনির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয় বুঝালে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান হয়। যেমন– পশ্চিমে সূর্য অস্ত যায়। বৃক্ষ ফল দান করে।

ঘটমান বর্তমান– কোন কাজ বর্তমানে চলছে এবং এখনও তা শেষ হয়নি বুঝালে ঘটমান বর্তমান হয়। যেমন– তাহারা যাইতেছে। করিম পড়িতেছে।

পুরা ঘটিত বর্তমান কোন কাজ শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনও বর্তমান আছে এমন বুঝালে পুরা ঘটিত বর্তমান কাল বুঝায়। যেমন –আজ বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে। তারা খেলায় জয়লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক বর্তমান– অতীতের ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে গুরুত্ব দানের জন্য বর্তমান কাল ব্যবহৃত হলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন– ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেরপা তেনজিং এভারেষ্ট প্রথম জয় করেন।

অতীত কাল

যে কাজটি অতীতে সংঘটিত হয়েছে বুঝায় তাকে অতীত কাল বলে। যেমন– তাহারা প্রতিদিন কলেজে যাইত। আমি ঢাকা গিয়াছিলাম।

অতীতে কালকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে–

১) সাধারণ বা নিত্য অতীত
২) নিত্যবৃত্ত অতীত
৩) ঘটমান অতীত
৪) পুরাঘটিত অতীত

সাধারণ বা নিত্য অতীত ঃ যে কাজ অনির্দিষ্ট অতীত কালে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে সাধারন বা নিত্য অতীত বলে। যেমন– আমি গল্পটি পড়িয়াছিলাম। পুরু আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন।

নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ অতীত কর্তা কোন কাজ নিয়মিত করত অথবা সে কাজে অভ্যস্ত ছিল, বুঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীত হয়। যেমন– কলি প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়িত। রাজা অপত্য স্নেহে প্রজা পালন করিতেন।

ঘটমান অতীত ঃ অতীত কালে কোন কাজ কিছু সময় ধরে চরছিল বুঝাতে ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন– আমরা সেদিন গল্পের বই পড়ছিলাম।

পুরাঘটিত অতীত ঃ অতীতের দুটি ঘটনার মধ্যে একটি পূর্বে ঘটে গেছে বোঝালে পুরাঘটিত অতীত হয়। যেমন– সে আসার পূর্বে আমি চলে গিয়েছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

যে কাজটি ভবিষ্যৎ কালে সংঘটিত হবে। বুঝাতে ভবিষ্যৎ কাল হয়। ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা–

১) সাধারণ ভবিষ্যৎ
২) ঘটমান ভভিষ্যৎ
৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সময়ে কোন কাজ সংঘটিত হবে বুঝালে সাধারণ ভবিষ্যৎ হয়। যেমন– আমি কাল বাড়ি যাব। সামনে মাসে তোমার পরীক্ষা হবে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ চলতে থাকবে বুঝালে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন– আমি বইটি পড়িতে থাকিব।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ পূর্বে একটি কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে বুঝালে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ হয়। যেমন– আমি কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞার্থ লিখুন।
২। সমাপিকা ক্রিয়ার নিচে দাগ দিন।
ক) আমি বই কিনতে যাচ্ছি।
খ) তাহারা মাঠে খেলিতেছে।
গ) শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পড়ান।
ঘ) হিল্লোল মাঠে ঘুড়ি উড়ায়।
ঙ) বৃষ্টি পড়ছে।
৩। অসমাপিকা ক্রিয়ার নিচে দাগ দিন ও বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন।
ক) পাখিরা গান গাইলে .....।
খ) দীপা যদি আসে .....।
গ) অনাবৃষ্টি হলে .....।
ঘ) লড়াই বাধলে .....।

ঙ) সমীর বইটি দিলে .....।

৪। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে ক্রিয়ার কোন কর্মপদ থাকে না তাকে বলে .....।

খ) যে ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে তাকে বলে .....।

গ) ক্রিয়ার কাল ..... প্রকার।

ঘ) ক্রিয়ার কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কে বলে .....।

৫। ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করুন। বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

ক) প্রভাতে সূর্য ওঠে। ( )

খ) আমি চিঠিটি লিখব। ( )

গ) গভীর রাত্রিতে অভিযাত্রীরা তাঁবুতে ঘুমাইতেছিল। ( )

ঘ) ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডিগামা প্রথম ভারত উপমহাদেশে পদার্পণ করেন। ( )

ঙ) পাখি গান গায়। ( )

চ) সেই রাত্রে অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছিল। ( )

ছ) সে স্কুলে পুরস্কার পেয়েছে। ( )

জ) আমি প্রতিদিন বিকেলে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম। ( )

ঝ) মাঝি নৌকা চালাইতেছে। ( )

ঞ) কমল আগামীকাল ক্লাসে যাবে। ( )

পাঠ ৪ ঃ অব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অব্যয় পদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে পারবেন।
- অব্যয় কত প্রকার ও কি কি লিখতে পারবেন।

যার কোন ব্যয় হয় না অর্থাৎ যার কোন পরিবর্তন হয় না তাই অব্যয় পদ। অব্যয়ের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না ও তাদের একবচন, বহুবচন হয় না।

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. সমুচ্চয়ী
২. অনন্বয়ী
৩. অনুসর্গ
৪. অনুকার

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় – যে অব্যয় একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সঙ্কোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। যেমন–রহিম ও

করিম দুজনেই ভাল ছাত্র। এখানে 'ও' পদটি রহিম ও করিম পদদ্বয়কে সংযুক্ত করেছে। আবার, রেজা নির্ভিক, তাই সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এখানে 'তাই' পদ দিয়ে দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২. অনন্বয়ী অব্যয় – যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্যপদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে নানা ভাব প্রকাশ করে তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন– মরি মরি। কি সুন্দর দৃশ্য। এখানে মরি মরি! অনন্বয়ী অব্যয়। আবার ছি ছি! এ কাজ তুমি কেমন করে করলে। ছি ছি! বিরক্তি প্রকাশে একটি অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. অনুসর্গ অব্যয় ঃ যে সকল অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে বিভক্তির মত বসে তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। এখানে দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়।

৪. অনুকার অব্যয় ঃ যে সকল অব্যয় কোন শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত তাকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন বজ্রের ধ্বনি- কড়কড়। জলের স্রোত - কলকল, বাতাসের গতি শন শন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. 'অব্যয়' শব্দের অর্থ কি?
২. অব্যয় পদের একটি সংজ্ঞার্থ রচনা করুন।
৩. অব্যয় কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে অর্থ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. পদ বলতে কি বুঝেন? পদ কত প্রকার হতে পারে?
২. বিশেষ্য পদ বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন প্রকার বিশেষ্য পদের উদাহরণ দিন।
৩. বিশেষণ পদ কাকে বলে বুঝিয়ে লিখুন।
৪. অব্যয়-এর ব্যবহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।
৫. ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?
৬. উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন।

সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, ঐতিহাসিক বর্তমান, ঘটমান অতীত, সাধারন ভবিষ্যৎ, নিত্য অতীত।